CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 April, 2023 ■ আগরতলা ২৫ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ১১ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

২০৩০ এর মধ্যে

ত্রিপুরা থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করা সরকারের লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। ২০৩০ সালের মধ্যে রাজ্যে ম্যালেরিয়া নির্মূল করার লক্ষ্য নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার।দিল্লিতে এশিয়া প্যাসিফিক নেতাদের কনক্লেভে যোগ দিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রচুর মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু এখন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নত পরিষেবার ফলে ম্যালেরিয়ায় সংক্রমণের হার কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

এদিন তিনি উদ্বেগের সুরে বলেন, ২০১৪ সালে ত্রিপুরায় ম্যালেরিয়া ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। ওই বছর ৫১ হাজার ২৪০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। তেমনি ২০১৬ সালে ৩২ হাজার ৫২০ জন ওই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু ২০২২ সালে সংক্রমণের সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ওই বছর ১২ হাজার ৭৭১ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু একজনও মারা যাননি, বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, লার্ভিসাইডাল ফিশ এবং টেমেফস স্প্রে ব্যবহারে ওই রোগের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভারত সরকারের সর্বাত্মক সমর্থন, জাতীয় ভেক্টর বার্ন ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্লোবাল ফান্ড, আইসিএমআর-এর মতো সমস্ত বৈজ্ঞানিক সংস্থার প্রযুক্তিগত সহায়তায় ত্রিপুরা এখন ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত আছে। তাঁর দাবি, বর্তমানে ত্রিপুরায় প্রতি ১০০০ জনে ৩ জন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়েছেন এবং সুস্থতার হার প্রায় ১০০ শতাংশ। তিনি দৃঢ়তার সাথে জানান, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশনের মাধ্যমে ত্রিপুরা এখন ম্যালেরিয়া নির্মূল করার অবস্থানে রয়েছে।

এভাবে দৃঢ় প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ত্রিপুরাও ২০৩০ এর মধ্যে ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণে সক্ষম হবে বলে আশা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এই কনক্লেভে বিভিন্ন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীগণ, বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিনিধিগণ এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা আজ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাতের সময় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিমান পরিবহন সেক্টরের উন্নতিকল্পে যে সমস্ত প্রস্তাবসমুহ কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে সেই প্রস্তাবসমূহ কেন্দ্রীয়মন্ত্রীকে অবহিত করেন। রাজ্যের জনগণের স্বার্থে দ্রত এই সকল প্রকল্প প্রস্তাবগুলো অনুমোদনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রীর সাথে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসাবে ঘোষণা করা এবং রাতে এমবিবি বিমানবন্দরে বিমান চলাচলের বিষয়টি তুলে ধরেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী কৈলাসহরের হীরাছড়ায় গ্রিণ ফিল্ড এয়ারপোর্ট নির্মাণ, পুনরায় রাজ্যে কার্গো সার্ভিস চালু, আগরতলা-মুম্বাই, আগরতলা-হায়দ্রাবাদের মধ্যে সরাসরি বিমান চালানোর জন্য অনুরোধ জানান। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী কৈলাসহর বিমানবন্দরকে চালু করা এবং রাজ্যের প্রস্তাবিত ৬টি স্থানে হেলি-পোর্ট নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

কৃষি দপ্তরের সিজন্যাল লেবারদের দৈনিক মজরি বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধীনে নিযুক্ত সারা রাজ্যের সমস্ত সিজন্যাল লেবারদের দৈনিক মজরি এখন থেকে ৩৮৫ টাকা করা হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে নিজ অফিস কক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা জানান। তিনি জানান, সারা রাজ্যে ক'ষি ও উদ্যানপালন দপ্তর মিলিয়ে মোট ১৩২১ জন সিজন্যাল লেবার রয়েছে। ক'ষি দপ্তরের অধীনে রয়েছে ৭১৫ জন এবং উদ্যানপালন দপ্তরের অধীনে রয়েছে ৬০৬ জন শ্রমিক। তারা সবাই এখন থেকে দৈনিক ৩৮৫ টাকা মজরি পাবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরি করা হয়েছে গত ১ এপ্রিল ২০২৩ থেকে। ক'ষিমন্ত্রী জানান, গত ২০ এপ্রিল তিনি নাগিছড়াস্থিত উদ্যানপালন গবেষণা কমপ্লে'টি পরিদর্শন করেন এবং সিজন্যাল শ্রমিকদের মজরি সম্পর্কে অবগত হন এবং অনুধাবন করেন তাদের মজরি বাড়ানোর বিষয়টি নিয়ে। এই মজরি বাড়ানোর ফলে শ্রমজীবী সম্পদায়ের মানুষ অনেক উপক'ত হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যে খাদ্যশস্যের মোট চাহিদা ৯ লক্ষ ৩৭ হাজার মেট্রিকটন। খাদ্যশস্যের উৎপাদন রয়েছে ৮ লক্ষ ৭১ হাজার মেট্রিকটন। তিনি জানান, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উৎপাদন ছিল ৮ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিকটন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাকে নিরন্তর মজবুত করার কাজ করছে সরকার : প্রধানমন্ত্রী

রেওয়া, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতের পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাকে নিরন্তর মজবুত করার কাজ করছে আমাদের সরকার। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, গ্রামীণ ভারতের জীবনযাত্রাকে সহজ করার লক্ষ্যে সরকার যে পরিকল্পনা করেছে, তা আমাদের পঞ্চায়েতগুলি পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে তৃণমূল স্তরে উপলব্ধি করছে। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মধ্যপ্রদেশের রেওয়ায় জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা অর্থমূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধনও করেছেন তিনি। সারা দেশের গ্রামসভা ও পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি শ্রী মোদী, ই-গ্রাম স্বরাজ ও পঞ্চায়েত স্তরে সরকারি কেনাকাটার জন্য জেম পোর্টালেরও সূচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, ২০১৪ সালের পর, পঞ্চায়েতের জন্য বরাদ্দ করা বাজেট, যা আগে ৭০ হাজার কোটি টাকার কম ছিল, তা বাড়িয়ে ২ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে। মোদীর কথায়, আমরা সবাই জনগণের প্রতিনিধি। আমরা সবাই এই দেশের জন্য, এই গণতন্ত্রের জন্য নিবেদিত। কাজের পরিধি ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য একটাই- জনসেবার মাধ্যমে দেশসেবা। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, স্বাধীনতার এই অমৃতকালে, সমস্ত দেশবাসী একটি উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখেছি এবং তা পূরণের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করছি। ভারতকে উন্নত করতে হলে ভারতের গ্রামের সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন।

রাজ্যেও জাতীয় পঞ্চায়েতী রাজ দিবস উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এদিন পঞ্চায়েতীরাজ দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও এডিসি ভিলেজে বিশেষ গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত হয় বলে জানান জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক শুভব্রত ভট্টাচার্য।পঞ্চায়েতীরাজ দিবস উপলক্ষে আজ ঋষ্যমুখ ব্লকের সোনাই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী শুভেচ্ছা

আজ জাতীয় পঞ্চায়েত রাজ দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা পঞ্চায়ের সমস্ত স্তরের কর্যকর্তা ও অধিকারিকদের সহ সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে শ্রী সাহা জানান সরকার ও সমাজের আত্মিক সমন্বয় সাধন করে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা।জনগনকে সুবিধা প্রদান ও অসুবিধা নিরসনে অন্তিম স্তরে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহন করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা।তিনি গ্রামীন ক্ষমতায়ন, সুশাসন ও জন ভাগীদারীকে পাথেয় করে শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ার কারিগড় হিসেবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে এই ক্ষেত্রটিকে সুদৃঢ় করে তোলার আহ্বান জানান।

যৌথ অভিযানে নেশা সামগ্রী সহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। নেশা বিরোধী অভিযানে আবারও সাফল্য পেয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ। গোপন সুত্রে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১০২ গ্রাম হিরোইন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ ও অসম রাইফেলসের ২৯ নম্বর ব্যাটালিয়ানের যৌথ বাহিনী। সাথে অসমের বাসিন্দা এক নেশা পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সুত্রে সোমবার ত্রিপুরা পুলিশের কাছে খবর আসে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী পাচার করা হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে ত্রিপুরা পুলিশ ও অসম রাইফেলসের ২৯ নং ব্যাটালিয়ান যৌথ অভিযান চালানো হয়েছিল। অভিযানে উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কালাগাঙ্গের পার এলাকা থেকে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। তল্লাশিতে তাঁর কাছ থেকে ১০২ গ্রাম হিরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে আটক করা হয়েছে বহিঃরাজের এক নেশা পাচারকারীকেও, জানান তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, অসমের করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন কাঠালতলী এলাকার বাসিন্দা নজরুল ইসলাম(৩০)কে ওই নেশা সামগ্রী সহ আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

আগরতলা পুর নিগমে

চার মাসের জন্য ১৪২.১০ কোটি টাকার ভোট অন একাউন্ট পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। আগামী চার মাসের জন্য আজ সোমবার ১৪২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার ভোট অন একাউন্ট পেশ করেছে আগরতলা পুর নিগম। আগামী ২৬ এপ্রিল তা গৃহীত হবে বলে জানিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

তাঁর কথায়, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রথম চার মাসের জন্য ত্রিপুরা সরকার ভোট অন একাউন্ট পেশ করেছে। সেই মোতাবেক পুর নিগমও আগামী চার মাসের জন্য ভোট অন একাউন্ট পেশ করেছে। ত্রিপুরা সরকার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করার পুর নিগমও সেই ব্যবস্থা করবে।

তিনি এদিন বলেন, চার মাসের জন্য ১৪২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ভোট অন একাউন্ট আজ পেশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ওই চার মাসে পুর নিগমের আয় ১৪১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।ঘাটতি থাকবে ২১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা।

তাঁর মতে, পূর্ণাঙ্গ বাজেটে ঘাটতি থাকবে না। কারণ পুর নিগমের বিভিন্ন আয়ের মাধ্যমে তা পূরন হয়ে যাবে।

তাঁর দাবি, ভোট অন একাউন্টে বরাদ্দ অর্থে শহরবাসীর উন্নয়ন এবং পরিবেশকে সুন্দর, স্বচ্ছ ও যানজট মুক্ত করার লক্ষ্যে পুর নিগম কাজ করবে। সাথে তিনি যোগ করেন, নতুন করে রাস্তা সংস্কার ও ড্রেন নির্মান করা হবে।

ফের শুরু হল স্কুলের পঠন পাঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন। বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি হার লক্ষণীয়। গত ১৪, ১৫ এবং ১৭ এপ্রিল অস্বাভাবিক তাপ প্রবাহের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের উপর যাতে কোন ধরনের প্রভাব না পড়ে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ১৭ এপ্রিল শিক্ষা দপ্তর এবং আবহাওয়া দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন ছয়দিনের জন্য বিদ্যালয় ও কলেজগুলি বন্ধ রাখার। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত হয়েছিল অতিরিক্ত তাপ প্রবাহের কারণে ১৮ ই এপ্রিল থেকে ২৩ শে এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় বন্ধ রাখার। পাশাপাশি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে আগরতলা-হায়দ্রাবাদ এয়ার কার্গো পরিষেবা

বিমানবন্দরে প্রিপেইড অটো পরিষেবা নিয়ে চালকদের কড়া বার্তা পরিবহণ মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। মহারাজা বীর বিক্রম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে পুণরায় চালু হচ্ছে প্রিপেইড অটো পরিষেবা। আজ বিমানবন্দরে বৈঠকের পর এ-বিষয়ে নিশ্চিয়তা দিয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি আজ বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং অটো চালকদের প্রতিনিধিদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি কড়া বার্তা দিয়েছেন, ত্রিপুরার সুনাম নষ্ট হোক এমন কোন কাজ বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

প্রসঙ্গত, বিভিন্ন সময়ে আগরতলায় মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে আসা রাজ্যের এবং বহিঃরাজের যাত্রীদের কতিপয় অটোচালকদের হাতে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। ওই ঘটনা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত এবং দুর্ভাগ্যপূর্ণ বলে মনে করেন পরিবহণ মন্ত্রী। এমনকি কতিপয় অটোচালকদের দৌরাত্ম্যের কারণে বহিঃরাজ্য থেকে ত্রিপুরায় ভ্রমণে আসা পর্যটকরা বিভিন্ন সময় শারীরিকভাবেও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন! যা কোনভাবেই কাঙ্খিত নয়, উষ্মা প্রকাশ করেছেন তিনি। তাই এই সমস্যা থেকে উত্তরণে এবং এর চিরস্থায়ী সমাধানের জন্য আজ আগরতলা বিমানবন্দরের পুরনো যাত্রী টার্মিনাল ভবনের কনফারেন্স হল ঘরে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এক উচ্চস্তরীয় বৈঠকে পৌরহিত্য করেন পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ওই বৈঠকে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও অটো চালকদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের জন্য হাহাকার, ক্ষুব্ধ জনতা তালা দিলেন গন্ডাছড়ার ডিডব্লিওএস কার্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। পানীয় জলের সংকটে দিশেহারা গন্ডাছড়ার বিস্তীর্ণ এলাকার জনগণ। এক ফোটা পানীয় জলের জন্য তৃষ্ণার্তের মত চাতক পাখির মতই হা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে তাদের। নির্বাচনের আগে এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য নেতা মন্ত্রী বিধায়করা সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ভোটের বৈতরণী পার হয়ে যাওয়ার পর সেই প্রতিশ্রুতি তারা ভুলে গেছেন। সেজন্য বাধ্য হয়েই সোমবার তারা পথ অবরোধে শামিল হন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়পানীয় জলের জন্য গ্রামের প্রমীলারা তালা ঝোলালেন ডিডব্লিএস অফিস। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গন্ডাছড়া মহকুমা শহর সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘ ছয় মাস ধরে পরিস্রুত পানীয় জল নেই। এ নিয়ে একাধিকবার গন্ডাছড়া মহকুমার ৬০ কার্ড ভিলেজের এবং হরিপুর ভিলেজের প্রমিলা বাহিনী আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন।দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের জন্য নেতা থেকে বিধায়ক এমনকি মহকুমা শাসক থেকে ডিব্লিউ এস এসডিওকে জানিয়েও কোন কাজ হয় নি। তারা রাস্তাও অবরোধ করেছিলেন। প্রশাসনের কর্মকর্তারা কথা দিয়েছিলে ১৫ দিনের মধ্যে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের পেছনের পাড়া ষাটঘাট এবং হরিপুর এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেবেন। নেতা বাবুরা সেই প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছেন। আজও গন্ডাছড়ার ষাটকাঠ এলাকার লোকজনরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ডি ডাব্লিউ এস এর প্ল্যান্ট থেকে নদীর কাদা মাখানো নোংরা জল খেতে হচ্ছে। যা মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত নয়।। আর এই জল খেয়ে বাচ্ছারা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য হচ্ছে। তাই আজ তারা বাধ্য হয়ে গন্ডাছড়া মহাকুমার ৬০কার্ড ডিডাব্লিউএস দপ্তরের অফিসে সকাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে মর্গে টাকার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখার অভিযোগ ডোমের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। ময়না তদন্তের পর অর্থ দাবি করে মৃতদেহ আটকে রাখার অভিযোগ উঠল বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের ডোমের বির‌ুদ্ধে। এনিয়ে মৃতের পরিবার ও এলাকাবাসীর সঙ্গে ডোমের বচসা হয়।বিশালগড় মহকুমার ঘনিয়ামারা এলাকার বাসিন্দা বিষ্ণু ঘোষ। পেশায় তিনি নেহালচন্দ্রনগর বাজারের ব্যবসায়ী। অভিযোগ বহু বছর ধরে এলাকারই এক আত্মীয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল বিষ্ণু ঘোষের। এনিয়ে পারিবারিক ঝামেলা প্রায়শই লেগে থাকতো। অবশেষে রবিবারেও ঝামেলা হয় ছেলের সঙ্গে বিষ্ণু ঘোষের। এমনকি অবৈধ সম্পর্ক থাকা মহিলার সঙ্গেও। শেষে রাতের বেলা স্ত্রী ছেলে- মেয়েকে ঘর থেকে বের করে দেন বিষ্ণু ঘোষ। পরে নিজ ঘরেই ফাসিতে আত্মঘাতী হন। ঘটনা পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।সোমবার পুলিসের উপস্থিতিতে মৃতদেহের ময়না তদন্ত হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। অভিযোগ ময়না তদন্তের পর ডোম ৩ হাজার টাকা দাবি করে বসেন। টাকা না দিলে মৃতদেহ দেওয়া হবে না বলেও জানান। কিন্তু পরিবারের পক্ষে এতো টাকা দেওয়া অসম্ভব। এই অবস্থায় ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন এলাকার লোকজন। তাঁদের সঙ্গে ডোমের বচসাও হয়। পরে প্রায় অর্ধেক টাকা দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে যান মৃতের পরিবারের লোকজন ও এলাকাবাসী। এদিকে সামাজিক অবক্ষয়ের করুণ পরিণতিতে ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অন্যদিকে হাসপাতালে মৃত ব্যক্তির পরিবারের কাছে সরকারি হাসপাতালের ডোমের বেআইনি ভাবে টাকা দাবি করার ঘটনা ঘিরেও লোকজনের মধ্যে ক্ষোভ ছড়ায়।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ১৯২◻২৫ এপ্রিল ২০২৩ইং ◻১১ বৈশাখ ◻মঙ্গলবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

অবিজেপি জোট গঠনের তৎপরতা তুঙ্গে

বিজেপিকে নির্মূল করিতে হইবে। টার্গেট একটাই। সেই টার্গেটকেই পাখির চোখ করিয়া এক মঞ্চে দুই সুপ্রিমো। নবান্নে বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠক করিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রকার স্পষ্ট করিয়া দিলেন। ২০২৪ লোকসভা ভোটে বিজেপিকে শূন্য করিতে হইবে।এই টার্গেটকে সামনে রাখিয়াই এই যে বিরোধীরা একজোট হইতে শুরু করিয়া দিয়াছেন তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো। তেজস্বী যাদবকে সঙ্গে নিয়া কলকাতায় পা রাখেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ সুপ্রিমো নীতীশ কুমার।এদিন নীতীশ কুমার এবং তেজস্বী যাদবের সঙ্গে বৈঠকের পরে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো বিরোধী ঐক্য নিয়া বার্তা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ২০২৪-র লোকসভা ভোটে বিজেপিকে শূন্য করিতে হইবে। অর্থাৎ ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বিজেপিকে মসনদ চ্যূত করাই হইল আসল উদ্দেশ্য সেটা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন নীতীশ কুমার।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, সব অবিজেপি রাজনৈতিক দলগুলিকে একজোট হইয়া বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামিতে হইবে। বিহারের কোনও একটা জায়গায় সব অবিজেপি দলগুলিকে একসঙ্গে নিয়া বৈঠকের বার্তা দিয়াছেন তিনি। একটি ঘরোয়া বৈঠক করিবার কথা বলিয়াছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কোথায় সেই বৈঠক হইবে তাহা পরে সিদ্ধান্ত হইবে বলিয়া জানাইয়াছেন।অন্যদিকে নীতীশ কুমারও জানাইয়াছেন একজোট হইয়া বিজেপির বিরুদ্ধে নামিতে হইবে। তাহার জন্য আগে থেকেই সব অবিজেপি দলগুলিকে একত্রিক করা জরুরি বলিয়া মনে করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক যে ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহা নীতীশের বার্তাতেও স্পষ্ট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে নিশানা করিয়া বলিয়িছেন বিজেপি নিজেকে হিরো মনে করিতেছে। সব অবিজেপি দলগুলিকে একজোট হইয়া লড়াইয়ে নামিবার বার্তা দিয়াছেন তিনি। তাতে আশাবাদী নীতীশ কুমারও। মমতা অভিযোগ করিয়াছেন অমিত শাহ সরকার ফেলিবার চক্রান্ত করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে যে রাজনৈতিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাতে

বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-সিপিআই জোট বাঁধিলে! কংগ্রেসকে নিঃশর্ত সমর্থন দিবে বাম দল। এমনটাই দাবি করিলেন কর্ণাটক কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রণদীপ সূরজেওয়ালা। কংগ্রেস নেতার দাবি, দক্ষিণের রাজ্যে কমপক্ষে ২১৫টি আসনে সিপিআই নিঃশর্ত সমর্থন করিবে কংগ্রেস প্রার্থীদের। তবে কিছু আসনে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হইবে।বাংলায় আনুষ্ঠানিক জোট হইয়াছে বাম ও কংগ্রেসের। বাংলার পর এবার কর্নাটকেও বামেদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া বিজেপিকে হারাইতে বদ্ধপরিকর কংগ্রেস। সেই সূত্রেই সিপিআইয়ের সঙ্গে হাত মিলানোর কৌশল। রণদীপ জানান, ২১৫টি আসনে কংগ্রেস প্রার্থীদেরই সমর্থন করিবেন সিপিআই কর্মী ও সমর্থকরা। কংগ্রেসের আবেদনের পরেই সিপিআই নিঃশর্তে সমর্থনে রাজি হইয়াছে। তবে সিপিআই ইতিমধ্যে ৭টি আসনে প্রার্থী দিয়াছে। আরও কিছু আসনে প্রার্থী দেওয়ার ইচ্ছে রহিয়াছে তাহাদের। এর ফলে ৭টি আসনে কংগ্রেসের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই

হইবে তাঁহাদের। রণদীপের দাবি, ২১৫টি আসনে কোনও প্রত্যাশা ছাড়াই বাম দল সমর্থন করিবে কংগ্রেস প্রার্থীকে। একমাত্র লক্ষ্য যৌথ ভাবে বিজেপিকে রুখিয়া দেওয়া। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলিতেছেন, কর্নাটকে সিপিআইয়ের পাশাপাশি সিপিএমের সমর্থনও পাইতে পারে কংগ্রেস। সেক্ষেত্রে সুবিধা হইবে রাহুল গান্ধীর দলের। যেহেতু কর্নাটকের আর্বান এলাকাগুলিতে বামপন্থীদের প্রভাব রহিয়াছে। তবে সিপিআই সমর্থন জানাইলেও এখনও পর্যন্ত সিপিএম প্রকাশ্যে সমর্থন জানায়নি। কর্ণাটকে বিজেপির বাসবরাজ বোম্মাই সরকার কি ক্ষমতা দখলে রাখিতে পারিবে, নাকি অন্য কিছু ঘটিবে, তাহা সময়ই বলিবে। তবে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগে ভোটের আগে খানিক অস্বস্তিতে রহিয়াছে গেরুয়া শিবির। আগামী ১০ মে কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচন। ১৩ মে ফলাফল। অধিকাংশ দল প্রার্থী ঘোষণা করিয়াছে। ইতিমধ্যে ২২৪টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনে সিপিআইএমের সমর্থন পাইতে চলিয়াছে তাহারা।

প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত উত্তর পূর্বের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের গল্প

আগরতলা, ২৪ এপ্রিল, ২০২৩, পিআইবি।। ”মন কি বাত” অনুষ্ঠানের ১০০ তম পর্বের আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বহুবার এই অঞ্চলের অসাধারণ ব্যক্তিদের গল্প বর্ণনা করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রাণবন্ত সংস্কৃতি এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

এই অঞ্চলের প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী সমগ্র জাতিকে উত্তর-পূর্বের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেছেন।

”অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি”-র ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী তাঁর ”মন কি বাত” পর্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করেছেন এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে সাত দিনের শিবিরে সরকারি আধিকারিক ও তাঁদের দল পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। যখন তারা এই অঙ্গীকার নিয়ে ফিরে আসে, তখন তারা দিল্লিতে পৌঁছেও এই রাজ্যগুলির সমস্যাগুলি সহজেই বুঝতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন যে দিল্লি থেকে পূর্বদিকে অনেক দূরে যাওয়ার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত উদ্যোগ এবং এই আইনটিকে ‘অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি’ বলা হয়।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে এবং এর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে প্রধানমন্ত্রী মোদী ”মন কি বাত” পর্বে ভারতের বনকর্মী, আসামের মাজুলি দ্বীপে ৩০০ হেক্টর বন চাষে যাদব পায়েংয়ের অবিচল অঙ্গীকার এবং সিকিমে ১২,০০০ ফুট উচ্চতায় পরিবেশ রক্ষায় সাঙ্গে শেরপার নিরলস পরিশ্রমের প্রশংসা করেছেন ”মন কি বাত”-এর একটি পর্বে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী শুধু যাদব পায়েং বা সাঙ্গে শেরপার অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রশংসাই করেননি, তাঁর ”মন কি বাত” পর্বে তিনি মেঘালয়ের মাওলিননং গ্রামের গল্প শেয়ার করেছিলেন, যা দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য নিবেদিত এবং ”এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম” হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী মোদী সরকারের অধীনে বিকশিত এই অঞ্চলে সংযোগের কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী অরুণাচল প্রদেশের সিয়াং জেলার জোরসিং গ্রামে বছরের পর বছর অপেক্ষার পরে ফোরজি ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করার কথা উল্লেখ করেন এবং অরুণাচল ও উত্তর-পূর্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৪জি চালু হওয়ার বিষয়টি এই অঞ্চলের জন্য একটি নতুন সূর্যোদয় বলেও জোর দেন।

এই পর্বে প্রধানমন্ত্রী অরুণাচল প্রদেশের মীনা গুরুং এবং দেওয়াং হোসায়ির প্রচেষ্টার প্রশংসা করে অরুণাচল প্রদেশের নির্জুলির রায়ো গ্রামে একটি ”স্বনির্ভর গ্রন্থাগার” খোলার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

তিনি মণিপুরের বিজয় শান্তির কথাও উল্লেখ করেন, যিনি একটি স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা পদ্মের ডাল থেকে সুতা উৎপাদন করে, পদ্ম চাষ এবং টেক্সটাইল শিল্প উভয়ক্ষেত্রেই নতুন সুযোগ তৈরি করে।

নারী শক্তি: শক্তিশালী করছে দেশকে

সূধা মূর্তি
পদ্মভূষণ সম্মানিত
শিক্ষাবিদ, লেখক এবং মানবহিতৈষী

যাত্রা নার্যস্তু পুজ্যন্তে রামন্তে তাত্র দেবতা...

এই শ্লোকটি হাজার হাজার বছর আগে আমাদের ভারতে লেখা হয়েছিল, সেই সময়ে যখন আমাদের পূর্বপুরুষরা মহিলাদের শক্তি সম্পর্কে জানতেন। ”নারী” বলতে শুধু নারীলিঙ্গকেই বোঝায় না, এর বাইরেও অনেক কিছু বোঝায়। তারা সমাজের অর্ধেক এবং একটি পরিবারের মেরুদণ্ড তৈরি করে। যেখানে নারীদের সম্মান করা হত এবং তাদের মর্যাদা দেওয়া হত, সেখানে দেবতারা বাস করতেন। কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরে, বিভিন্ন কারণে, আমাদের মহিলাদের অন্তরালে রাখা হয়েছিল, হাজার বছর আগের সেই দিনগুলির বিপরীতে। প্রাচীন ভারতে, মহিলাদেরও পুরুষের মতো সমানভাবে বিবেচনা করা হত এবং বৌদ্ধিক বিতর্ক, প্রশাসন, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, পণ্ডিত জ্ঞান ইত্যাদিতে সুযোগ দেওয়া হত। পরবর্তীতে নারীদের শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা এবং অনেকাংশে তার অস্তিত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়। তিনি কেবল একজন কন্যা, একজন স্ত্রী বা একজন মা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিলেন এবং সমতা এবং সাহসের গৌরব হারিয়েছিলেন।

আমার মনে হয় নারীরা গাছের সঙ্গে বাঁধা হাতির মতো।

একটি হাতির জন্য, একটি গাছ উপড়ে ফেলা তেমন একটি মহান বিষয় নয়, এবং সে সহজেই এটি টেনে তুলতে পারে। কিন্তু হাতিটি মনে করে যে তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং তাই, তার সম্ভাবনা প্রকাশ করে না। নারীরাও তাই। তারা মহান পরিচালক, একটি পরিবারের প্রধান, কঠোর পরিশ্রমী ; কিন্তু তারা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না বা তাদের সম্ভাবনা প্রকাশ করতে পারে না, কারণ এমন একটি মানসিকতার সাথে তাঁরা শৃঙ্খলিত।

এইভাবে চিন্তা করা সম্ভব কারণ, যে কোনও ঝড় বা ঢেউ কে লক্ষ্য করার জন্য একটি প্রারম্ভিক বিন্দু প্রয়োজন। এই বিন্দুটি কীভাবে আসবে, কে তাদের সহায়তা করবে, কে তাদের আত্মবিশ্বাস দেবে, কে তাদের সহায়তা করার জন্য নীতি দেবে বা কে প্রথমবারের মতো তার সম্ভাবনা উন্মোচন করবে? কে তাকে তার ধোঁয়াময় রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য স্বীকৃতি দেবে, যখন সে একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করতে চায় তখন কে তাকে সাহায্যের হাত দিতে পারে, কে খেলাধুলা, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, বিমান চালনায় তার ক্ষমতার প্রশংসা করবে? একবার এটি সম্পন্ন হয়ে গেলে, তিনি জাতি গঠনে অসাধারণ সক্ষমতা নিয়ে নিজেকে বড় করে তুলবেন।

এই আশ্চর্যজনক রূপান্তরটি তাদের সাথে ঘটেছিল, সঠিক নেতার নেতৃত্বে যিনি মহিলাদের সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং সচেতন করেছেন যে কন্যারা ঈশ্বরের মূল্যবান উপহার। এই নেতা তার দেশের সকল সাধারণ নারী-পুরুষের সাথে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উন্নত উপায়ে সরাসরি এবং বাস্তব উদাহরণ দিয়ে কথা বলা শুরু করেছিলেন। তিনি সঠিক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সঠিক শব্দ দিয়ে এবং সঠিক পথ অনুসরণ করেছেন। এটা হলো ”বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও”, ”প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা”, ”উজ্জ্বলা যোজনা”, ”স্বচ্ছ ভারত মিশন”, ”সেলফিউইথডটার” ইত্যাদি।

কে নারী শক্তিকে উৎসাহিত করেছিল এবং তাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা দেশের জাতীয় সম্পদ নির্মাণে দায়বদ্ধ? এই নেতা ২০১৪ সালে শুরু হওয়া ”মন কি বাত” পর্বের মাধ্যমে এটি করেছিলেন, যেখানে শিশুরা পরীক্ষায় ভয় পায়, পিতামাতার চাপ, নারীর ক্ষমতায়ন (নারী শক্তি) ইত্যাদির মতো বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে।

এই নেতা আর কেউ নন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি।

আমাদের দেশের মানুষের সঙ্গে তাঁর ভাষণের সম্প্রচার অনুষ্ঠান ”মন কি বাত” নামে পরিচিত। তিনি জীবনের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন মানুষের সাথে বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে কথা বলেন এবং প্রকৃত নায়কদের খুঁজে বের করেন যারা অপরিচিত, অজানা, অদৃশ্য, কিন্তু যারা মহান কাজ করেছেন। যখন একজন ভালো নেতা অতিরঞ্জিত না করে ধারাবাহিকভাবে কথা বলেন, তখন মানুষ শোনে, বিশ্বাস করে এবং তারপর তাকে অনুসরণ করে। সমগ্র দেশ তাঁর উপর প্রচন্ড বিশ্বাস রাখে যে তিনি যা বলেন তার সঠিক অর্থ বুঝেন, বিশেষত মহিলারা যারা তাঁর আলোচনা এবং প্রকল্পগুলি থেকে প্রচুর উপকৃত হয়েছেন। বর্তমানে নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক কিছু অর্জন করেছে।

যখন নারীরা অসাধারণ কাজ করে, তখন তাদের ডাকা হয় এবং প্রশংসা করা হয় এবং জাতি তাদের গ্রহণ করে; তারা অনেক তরুণদের কাছে রোল মডেল হয়ে ওঠেন এবং এইভাবে মেয়ে শিশুরা বড় স্বপ্ন দেখছে কারণ তারা জানে যে নীতিগুলি তাদের পক্ষে এবং তারা অর্জন করতে পারেন।

কয়েক মাস আগে, আমি আমার কাজে একটি গ্রামে গিয়েছিলাম এবং একদল শিশুদের সাথে কথা বলছিলাম। আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক প্রশ্ন ও উত্তর বিনিময় করছিলাম। আমাদের বক্তব্যের শেষে, গ্রুপের অল্পবয়সী মেয়েদের কাছে আমার শেষ প্রশ্ন ছিল, ”বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও? একজন উজ্জ্বল চোখের মেয়ে তৎক্ষণাৎ বলল, ”আমি জোয়া আগরওয়াল হতে চাই।

আমি কৌতূহলী হলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম কেন। তিনি বলেন, ”আপনি টিভি দেখেন না, কাগজ পড়েন না? জোয়া আগরওয়াল সমস্ত মহিলা পাইলট দলকে সান ফ্রান্সিসকো থেকে ব্যাঙ্গালোর পর্যন্ত ১৬,০০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন। আমি তার মতো হতে চাই”।

অন্য মেয়েটি বলেছিল, ’আমি অলিম্পিকে অংশ নিতে চাই, কারণ আমি অন্যান্য মেয়েদের কাছে রোল মডেল হব এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সম্মানিত হব। তৃতীয় মেয়েটি বলল, ’আমি একজন মহিলা উদ্যোক্তা হতে চাই, কারণ পিএমএমওয়াইয়ের মতো বড় প্রকল্প রয়েছে যা আমাকে সাহায্য করবে’। তাঁদের মা বেরিয়ে এসে বললেন, ”ম্যাডাম, আমাদের এলপিজি দেওয়ার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এটি আমার চোখকে ধোঁয়া থেকে বাঁচিয়েছে এবং আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি করেছে। আরেক জন নারী বলেন, ”আমি এখন টয়লেটে যেতে নিরাপদ বোধ করছি।

কিছু বয়স্ক মহিলা এগিয়ে এসে বললেন, ”আমরা ”মন কি বাত” শুনি, কিন্তু আমরা জানি না কীভাবে ধন্যবাদ দিতে হয়। ম্যাডাম, আপনি যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন বা তাঁকে চিঠি লেখেন, দয়া করে আমাদের সকলের কাছ থেকে জানাবেন যে এই দেশের আপনার বোনেরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চান।

তাদের চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তারা কতটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চেয়েছিল। আমি তাদের বলেছিলাম যে আমি এটি কোনও সময়, কোথাও, কোনওভাবে করব। এবং, আমার মন অনায়াসে আমাদের নারী শক্তির আত্মবিশ্বাসী রূপান্তর পর্যবেক্ষণ করছিল।

আমার আবার সেই শ্লোকটির কথা মনে পড়ল, যাত্রা নার্যস্তু পুজ্যন্তে রামন্তে ত্র দেবতা।

মূল্যস্ফীতির প্রথম শিকার গরিবের পুষ্টি

আব্দুল বায়েস

দেশে বর্তমানে সব ছাপিয়ে খবর হচ্ছে মূল্যস্ফীতি। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারকদের ঘুম হারাম করছে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অব্যাহত ঊর্ধ্বগতিকে বলে মূল্যস্ফীতি, ইংরেজিতে ইনফ্লেশন। ইনফ্লেশন ঘিরে উষ্ণা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার যথেষ্ট কারণ থাকে। এর একটি স্বল্পমেয়াদি সুবিধার কথা অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম ফিলিপস বলেছেন এভাবে- প্রবৃদ্ধির সঙ্গে মূল্যস্ফীতি আসে, যা উৎপাদককে উৎসাহ দেওয়ার মাধ্যমে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং বেকারত্ব হ্রাস করে। স্বল্প সময়ে সুবিধা দিলেও দীর্ঘকালীন যে মূল্যস্ফীতি ক্ষতিকর— তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যস্ফীতি নয় বরং মূল্যস্ফীতির হারটা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ যে হারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, সে হারে মানুষের আয় বাড়ছে কিনা। প্রথমটি যদি দ্বিতীয়টির আগে দৌড়ায়, মূল্যস্ফীতি হয় ভিলেন; আর আয়ের পেছনে পড়লে হয় সে হিরো। অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ মনে করেন, ৫-৭ শতাংশ হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে প্রবৃদ্ধির ওপর আঘাতটা তত প্রবল নাও হতে পারে। কিন্তু এর ওপরে মূল্যস্ফীতির হার মানে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

দুই.

দেশে সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের মতো। এই হার বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রক্ষেপিত হারের চেয়ে অনেক বেশি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতিকূলে। বিভিন্ন আর্থসামাজিক গোষ্ঠীর কল্যাণের (ওয়েল বিইং) ওপরেও এর প্রভাব সুখদায়ক নয়। স্বীকার করতেই হবে, এই মূল্যস্ফীতির পেছনে কাজ করেছে প্রথমত কোভিড, পরে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। অর্থনীতির ভাষায় কস্ট-পুশ ইনফ্লেশন। উভয় ক্ষেত্রে সাপ্লাই চেন বিঘ্ন হওয়া জ্বলন্ত উনুনে হাওয়া দিয়েছে। যা-ই হোক, দরিদ্র শ্রেণির ওপর মূল্যস্ফীতির বিরূপ প্রভাব প্রাধান্য পাওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, তারা আয়ের প্রায় ৬০ ভাগ খরচ করে খাদ্য ক্রয়ে। তার মধ্যে ৪০ ভাগ চলে যায় চাল ক্রয়ে। মূল্যস্ফীতি যখন বাড়তে থাকে তখন শ্রমিকের মজুরি শ্রমিকের কাছ থেকে মুনাফার দিকে ধাবিত হয় বলে আয় বৈষম্য বাড়ে। কারণ, এটা ধনীর চেয়ে গরিবকে আঘাত করে বেশি।

মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির সূত্রে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং মানুষের অর্থনৈতিক অবনতি ঘটে--- এমন ব্যাখ্যা নিতান্তই হালকা, সরলরৈখিক। বলা যেতে পারে, তা জলের ওপর ওড়াউড়ি কিন্তু জল স্পর্শ করা নয়। মূল্যস্ফীতির অগোচরে থাকা প্রভাবটা আলোতে আসে যখন আমরা গরিবের পুষ্টির কথা ভাবি। বাংলাদেশে বর্তমানে চার সদস্যের একটা পরিবারে সুষম খাদ্য সরবরাহে প্রতি মাসে প্রয়োজন প্রায় ১৯ হাজার টাকা। দিনমজুর, রিকশাচালক, চর্মকার কিংবা গৃহস্থালির কাজে নিযুক্ত মানুষসহ যে কোনো নিম্ন আয়ের মানুষ এখন প্রতিদিন যে আয় করছে, তাতে এই পুষ্টি জোগানো প্রায় অসম্ভব।

তিন.

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলছেন, দুর্ভিক্ষে যত মানুষ মারা যায় তার চেয়ে বেশি মারা যায় কম পুষ্টির কারণে। অপুষ্টির কারণে অনেকে খুবই কষ্টকর জীবন যাপন করে। অপুষ্টির শিকার মা যে সন্তান জন্ম দেন, সে হয় খর্বকায় কিংবা রোগা। ভয়ংকর উত্তরাধিকার হিসেবে অপুষ্টি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। এসব শিশু পরবর্তী সময়ে অপুষ্টিজনিত ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে না। তারা প্রায়শ অসুস্থ হয়ে পড়ে; ভালোভাবে শিখতে পারে না এবং বয়ঃপ্রাপ্তিতে তারা থাকে কম উৎপাদনশীল। সুতরাং, একটা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বা দারিদ্র্য-জাল তৈরি হতে পারে যেখানে কম পুষ্টির কারণে দুর্বল স্বাস্থ্য, কম মজুরি এবং কম পুষ্টি দেখা দেয়।

চার.

যদি বলি মৃত্যু তিন ধরনের— স্বাভাবিক মৃত্যু, অপঘাতে মৃত্যু ও খাদ্যে মৃত্যু; তাহলে বোধ করি খুব একটা ভুল বলা হবে না। প্রথমটি বিধাতার অমোঘ বিধান, তাই অবধারিত। এর হাত থেকে রেহাই নেই, তা সে যত সম্পদশালীই হোক। কবির কথায়— মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে কিংবা হুমায়ূন আহমেদের দুশ্চিন্তা— রূপময় পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে। এসবই আফসোস ও আকাঙ্ক্ষা। রূঢ় বাস্তব হচ্ছে মৃত্যু। যা-ই হোক, দ্বিতীয় ধারার মৃত্যুটি অপ্রত্যাশিতভাবে জীবন হারানো, যেমন ট্রেনে কাটা পড়ে, বোমার আঘাতে, বজ্রপাতে কিংবা অন্য কোনো দুর্যোগে। এ ধরনের মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত, অনেকটা দৈবিক। তৃতীয়টি অর্থাৎ খাদ্যের অভাবে মৃত্যু অনেকটা শেষ নিঃশ্বাসের পথে শেষ ধাপ, বেঁচে থেকে মরার মতো। কচু-ঘেচুর মতো খাবার পেটে যায় বটে, তবে পুষ্টির অভাবে হাড্ডিসার ও খর্বকায় শরীর নিয়ে মজুরিতে কাজ পাওয়া যায় না। কাজ পেলেও মজুরি অত্যন্ত কম, যা দিয়ে পুষ্টিকর খাবার কেনা যায় না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জীবন চলে, নিভু নিভু বাতি। অপুষ্টিজনিত মৃত্যু অপমৃত্যু, যা এক ধরনের গণহত্যা। সব মিলিয়ে বলা চলে, একদিকে খাদ্যের অভাব, অন্যদিকে খাবারের স্বভাব--- দুটিই ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক এবং অপুষ্টির প্রধান বাহক।

পাঁচ.

বাজার অর্থনীতিতে চাহিদা ও জোগানের ভিত্তিতে ভারসাম্য আসে। কিন্তু বাংলাদেশের বাজার প্রতিযোগিতামূলক নয়, যাতে ভোক্তা তার উদ্বৃত্ত ধরে রাখতে পারে। এখানে উৎপাদকরা উদ্বৃত্ত ভোক্তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় নানা ফাঁকফোকরে। এখানে মূল্যবৃদ্ধির পেছনে মার্কেট ম্যানিপুলেশন কাজ করতে পারে। তাই কঠোর নজরদারি দরকার। দরকার আরও চাহিদা সংকোচন নীতি, কৃষিতে ভর্তুকি এবং বিলাসী ব্যয় কমানো। এরই মধ্যে সরকার এ সংক্রান্ত যে পদক্ষেপ নিয়েছে, সেগুলো যথেষ্ট না হলেও অত্যন্ত কাম্য ছিল।

মূল্যস্ফীতি ঘটলে সুদের হার বৃদ্ধির প্রথাগত নীতি-সুপারিশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কেন গড়িমসি করছে, তা বোধগম্য নয়। শুনলাম, শিল্পপতিদের সংগঠনের সভাপতি যুক্তি দিচ্ছেন এই বলে— সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে। তা ঠিক তবে আংশিক কারণ বিগত বছরগুলোতে সুদের হার কমলেও ব্যক্তি বিনিয়োগ বৃদ্ধির কোনো সুখবর নেই। দরকার ব্যবসাবান্ধব নীতি, যেখানে বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে। এর বিপরীতে দেশে চলছে ব্যবসায়ীবান্ধব নীতি, বিশেষ করে স্বজন-তোষণ পুঁজিবাদ। অতএব সবার স্বার্থে সুদের হার বাড়ানো উচিত অন্তত আপাতত। আরও দু-একটা কথা না বললেই নয়। প্রথমত, মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতির মুখে মানুষের হাতে যেন উপার্জনক্ষম কাজ থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, গরিব শ্রেণির জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় ভর্তুকি সমেত খাদ্যের জোগান দিতে হবে। তৃতীয়ত, অপুষ্টি হ্রাসের জন্য প্রতিশ্রুতি নিয়ে সহায়ক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। চতুর্থত, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য পরিবেশ তৈরির জন্য সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। পঞ্চমত, অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তা ছাড়া, পুষ্টিকর খাবার যেমন ডাল জাতীয় শস্য, ফলমূল ও সবজিবিষয়ক গবেষণা এবং উন্নয়ন বিনিয়োগ, বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে পুষ্টি ও খাদ্যসংক্রান্ত জ্ঞান, আচরণগত পরিবর্তনে সচেতনতা বাড়াতে হবে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ খাতের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ও প্রয়োজন।

আমেরিকার “বন্দুক-সন্ত্রাস” কমবে কবে?

সাদিক হাসান ইমন

আমেরিকায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলেছে ‘ম্যাস শুটিংয়ে’র মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা। এভাবে অযাচিত বন্দুক ব্যবহারের বাতিক অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে এর পরিণতি কী হতে পারে— তা নিয়ে চিন্তিত সেখানকার বিশ্লেষকরা! আমেরিকার এই দুর্ভাগ্যের পরোক্ষ ছাপ পড়ছে তার সঙ্গে যুক্ত বিশ্বসমাজেও। বস্তুত আমেরিকান বিপ্লবের আগে আমেরিকান সরকারের পূর্ণকালীন সেনাবাহিনী রাখার মতো বাজেট, জনবল বা ইচ্ছা ছিল না। তাই বিদেশি সেনাবাহিনী ও নেটিভ আমেরিকানদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষায় আমেরিকানরা অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা আত্মরক্ষার কাজে অস্ত্র ব্যবহার করত। সে কারণেই সুইজারল্যান্ডভিত্তিক স্মল আর্মস সার্ভের (এসএএস) একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রই বিশ্বের একমাত্র দেশ, যেখানে জনসংখ্যা থেকে অস্ত্রের সংখ্যা বেশি। ১০০ জন মানুষ গড়ে প্রায় ১২১টি অস্ত্র বহন করে এবং সংখ্যাটি বেড়েই চলেছে। অনেক আমেরিকানই তাদের অস্ত্র বহনের অধিকারকে পবিত্রতা হিসেবে বিবেচনা করে। এসএএসের তথ্যমতে, বিশ্বের ৮৫৭ মিলিয়ন অস্ত্রের মধ্যে প্রায় ৩৯৩ মিলিয়ন অস্ত্রই আমেরিকানদের দখলে; যা মোট অস্ত্রের প্রায় ৪৬ শতাংশ। তা ছাড়া এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বর্তমানে নতুন ক্রেতার পরিমাণই বেশি এবং অনূর্ধ্ব ২১ বছর বয়সীদের দ্বারাই অপরাধ বেশি সংঘটিত হচ্ছে। তাই ১৮-২০ বছর বয়সী আমেরিকানের কাছে অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে তাদের যাচাই করার আইন জারি করা হয়েছে। আইনটি প্রতিটি অঙ্গরাজ্য মানতে শুরু করলেও, ক্যালিফোর্নিয়া আদালতের মাধ্যমে এটি বাতিল করে। ফলে অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের জন্যও আইনটি হুমকির মুখে পড়েছে। আমেরিকায় স্কুল, পার্ক, রাস্তা, রেস্তোরাঁ, উপাসনালয়, এমনকি বাসা— সবখানেই যেন নিরাপত্তাহীনতার উদ্বেগ হানা দিচ্ছে। কারণ, স্থান-কাল নির্বিশেষে প্রতিনিয়ত আগ্নেয়াস্ত্র হামলায় অহরহ মানুষ আহত বা নিহত হচ্ছে। এমনকি গান ভায়োলেন্স আর্কাইভের তথ্য বলছে, আমেরিকান শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ আগ্নেয়াস্ত্র। সম্প্রতি তার উপযুক্ত প্রমাণ মিলছে স্কুলগুলোতে বন্দুক-সহিংসতার ঘটনাগুলো থেকেই। এই অনাকাঙ্ক্ষিত সহিংসতা প্রতিরোধে ইতোমধ্যেই স্কুলগুলোতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে। যেমন— স্কুলের প্রবেশদ্বারে সতর্কতা বৃদ্ধি, শিক্ষকদের বন্দুক চালনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিরাপত্তাকর্মীদের দ্বারা কঠোর মনিটরিং ইত্যাদি। তবে চিন্তার বিষয়, বেশিরভাগ শিক্ষকই অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী হচ্ছেন না। অন্যদিকে রক্ষণশীল বন্দুকের মালিকরা বলছেন, স্কুলগুলোতে সরকারি দপ্তরগুলোর মতো নিরাপত্তা বাড়ালে শিশুমৃত্যু কমানো যেতে পারে। তবে সরকারি দপ্তরগুলোর তুলনায় অত্যধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একই রকম নিরাপত্তা দেওয়া কষ্টসাধ্য বলে ধারণা করা হচ্ছে। তা ছাড়া অনেকেই বলছেন, স্কুল, সরকারি অফিস, হাসপাতাল ও পরিবহনে বন্দুক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হোক। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা যায়, যেসব জায়গায় বন্দুকের ব্যবহার কম, সেখানে সহিংসতার হার বেশি। এর রেশ ধরে রক্ষণশীল বন্দুক ব্যবহারকারীরা বন্দুক আইন শিথিলের ব্যাপারে পাল্টা উপদেশ দিচ্ছেন। আমেরিকায় গত কয়েক বছরে ম্যাস শুটিংয়ের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। কোনো ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে যদি একই সঙ্গে চার বা তার অধিক ব্যক্তিকে আহত বা নিহত করে, তবে সেটা ম্যাস শুটিং বলে গণ্য হয়। ২০১৪ সালে এ ঘটনার সংখ্যা ছিল ২৭৩; ২০১৫ সালে ৩৩৬; ২০১৬ সালে ৩৮৩; ২০১৭ সালে ৩৪৮; ২০১৮ সালে ৩৩৬; ২০১৯ সালে ৪১৭; ২০২০ সালে ৬১০; ২০২১ সালে ৬৯০ এবং ২০২২ সালে ৬৪৭। তা ছাড়া এ বছর সংখ্যাটি ইতোমধ্যে ৮০ ছাড়িয়েছে। কিন্তু সংখ্যাটি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা অনুমান করা দুরূহ! ২০২১ সালে বন্দুক-সহিংসতায় মৃত্যু হয়েছিল মোট ৪৮৮৩০ জনের, যা ২০২০ সালের ৪৫২২২ জনের চেয়ে প্রায় ৮ শতাংশ বেশি এবং ২০১২ সালের চেয়ে প্রায় ৪৫ শতাংশ বেশি। তা ছাড়া ২০২২ সালে এই সংখ্যাটি ৪০ হাজারেরও বেশি। অনেকে বলছেন, মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিরাই শুটিংয়ের সঙ্গে বেশি জড়িত। পরিসংখ্যান বলছে ভিন্ন কথা। ম্যাস শুটিংয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশের মতো মানসিক বিকারগ্রস্ত। আবার কেউ কেউ বলছেন, যখন তাপমাত্রা বেশি থাকে তখন বন্দুক-সহিংসতার পরিমাণ বাড়ে। তাপমাত্রা বেশি হলে বাইরে লোক সমাগম বৃদ্ধি পায় এবং হামলাকারীর মাথা গরম থাকে। অনেকে বলছেন, হামলাকারীর কেউ কেউ হতাশাগ্রস্ত হয়ে কাজটি করছে। এ ছাড়া অনেকে শুধু আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসার জন্য হামলা চালাচ্ছে বলেও বেশ কিছু গবেষণায় উঠে এসেছে। চারপাশে এত এত বন্দুক-সহিংসতার ঘটনা বিবেচনায় এনে কঠোর বন্দুক আইন প্রয়োগ করা জরুরি। ২০২২ সালের অক্টোবরে গ্যালাপের একটি জরিপে দেখা যায়, ৫৭ শতাংশ আমেরিকান এমনটাই ভাবছে। তবে ৩২ শতাংশ আমেরিকান বর্তমান আইনগুলোকে বহাল রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। ১০ শতাংশ আমেরিকানের মত--- বন্দুক আইন আরেকটু শিথিল করা হোক। বন্দুক আইনের ব্যাপারে কূটনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ জনতা— সবার মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। গ্যালাপের আরেকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৯১ শতাংশ ডেমোক্র্যাট কঠোর বন্দুক আইনের পক্ষে থাকলেও, মাত্র ২৪ শতাংশ রিপাবলিকান তাদের সঙ্গে একমত পোষণ করেছে। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে ‘রেড ফ্লাগ ল’ (অন্য মানুষের ক্ষতি করতে পারে, এমন সন্দেহভাজন মানুষের কাছ থেকে পুলিশ অস্থায়ীভাবে বন্দুক বাজেয়াপ্ত করতে পারবে) চালুর ব্যাপারেও জনসাধারণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সাহাবুদ্দিন

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৪।। বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন মো. সাহাবুদ্দিন। সোমবার (২৪ এপ্রিল) বেলা ১১টায় বঙ্গভবনের ঐতিহাসিক দরবার হলে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী তাকে শপথ পাঠ করান। পরে নতুন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন শপথ নথিতে সই করেন।

এরপর নতুন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এবং রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ আনুষ্ঠানিকভাবে চেয়ার বদল করেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নিলেন মো. সাহাবুদ্দিন।

শপথ ও দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার বোন শেখ রেহানা, মন্ত্রিপরিষদ সদস্যসহ কয়েকশ অতিথি। পাশাপাশি নতুন রাষ্ট্রপতির স্ত্রী ড় রেবেকা সুলতানা ও ছেলে আরশাদ আদনান রনিসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এসময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন।

অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী, সংসদ সদস্য, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, রাজনৈতিক নেতা, তিন বাহিনীর প্রধান, কূটনীতিক, সম্পাদকসহ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এবং পদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তারা।

২১তম রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের স্থলাভিষিক্ত হলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মাঠপর্যায়ের রাজনীতিবিদ মো. সাহাবুদ্দিন। এর আগে ১৩ ফেব্রুয়ারি ৭৩ বছর বয়সী মো. সাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

এদিকে, আবদুল হামিদ রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমানের মৃত্যুর পর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে ৪১ দিন ছিলেন। এরপর টানা দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ১০ বছর ৪১ দিন অতিবাহিত করার পর অবসরে গেলেন তিনি।

২৫ এপ্রিল খুলে যাচ্ছে কেদারনাথ মন্দির

হরিদ্বার, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার এবার অবসান হতে চলেছে, ২৫ এপ্রিল (মঙ্গলবার) পূণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে চারধাম যাত্রার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ কেদারনাথ ধাম। ২৫ এপ্রিল থেকেই বাবা কেদারনাথের দর্শন করতে পারবেন ভক্তরা। পায়ে হেঁটে ছাড়াও ভক্তরা চাইলে হেলিকপ্টারের মাধ্যমেও পৌঁছতে পারবেন কেদারনাথ ধামে।

চারধাম যাত্রার জন্য প্রতি বছর অধীর অপেক্ষায় থাকেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীরা। ইতিমধ্যেই যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী মন্দির পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এবার ২৫ এপ্রিল থেকেই বাবা কেদারনাথের দর্শন করতে পারবেন ভক্তরা। আবার পুণ্যার্থীদের জন্য আগামী ২৭ এপ্রিল উন্মুক্ত হতে চলছে বদ্রীনাথ মন্দির।

বৃষ্টির সৌজন্যে পারদ নিম্নমুখী

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সবকটি জেলাতেই মঙ্গলবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টিপাতের সৌজন্যে এমনিতেই তাপমাত্রার পারদ বেশ কিছুটা নেমেছে। কলকাতায় সোমবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি কম।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে বৃষ্টি, তবে বিক্ষিপ্তভাবে। উত্তরের জেলায় শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, হতে পারে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিও। এদিকে, পাহাড়ে শিলা বৃ ও তুষারপাত বাড়তি পাওনা হিসেবে মনে করছেন ভ্রমণ প্রিয় মানুষেরা। আবহবিদরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণের সব জেলাতে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও বুধবার বেশির ভাগ জেলা শুষ্ক থাকবে। দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরের জেলাগুলিতে বুধবার পর্যন্ত হতে পারে বৃষ্টি। সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

৭.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে কাঁপল নিউজিল্যান্ড

অকল্যান্ড, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নিউজিল্যান্ড। রিখটার স্কেলে ভূকম্পনের মাত্রা ছিল ৭.২। সোমবার সকালে নিউজিল্যান্ডে ভূমিকম্প হয়। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, ভোর ৬.১১ মিনিট নাগাদ আচমকা কেঁপে ওঠে নিউজিল্যান্ডের কের্মাডেক দ্বীপের মাটি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে টুইট করে কম্পনের কথা জানানো হয়েছে। তারা জানিয়েছে, এই কম্পনের উৎসস্থল ছিল মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে।

ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে, নিউজিল্যান্ডের এই ভূমিকম্পের পর সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়। দ্বীপের বাসিন্দা এবং স্থানীয় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, নিউজিল্যান্ডের এই কের্মাডেক দ্বীপে গত মাসেও জোরালো ভূমিকম্প হয়েছিল। সে বার রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.১।

২৭ ও ২৮ এপ্রিল ভারতে আসছেন লি শাংফু

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): চিনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লি শাংফু সাংহাই সহযোগিতা সংগঠন (এসসিও)-এর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে চলতি মাসের ২৭ ও ২৮ তারিখ ভারত সফর করবেন। গালওয়ান উপত্যকায় ২০২০ সালের জুন মাসে ভারত ও চিনের সেনার মধ্যে সংঘর্ষের পর এই প্রথম চিনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভারত সফরে আসছেন। আগামী ২৭ ও ২৮ এপ্রিল ভারত সফর করবেন চিনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লি শাংফু। উল্লেখ্য, ভারত এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

প্রথম বন্দে ভারত ট্রেন পেতে চলেছে কেরল, ২৫ এপ্রিল যাত্রার সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী

তিরুবনন্তপুরম, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): সফলভাবে ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে কেরলের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের ট্রায়াল। এবার উদ্বোধনের অপেক্ষা, ২৫ এপ্রিল অত্যাধুনিক এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পেতে চলেছে কেরল। ওই দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল রেল স্টেশন থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করবেন।

২৫ এপ্রিল, শুক্রবার সকাল ১০টা নাগাদ তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল রেল স্টেশন থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী।

এছাড়াও ওই দিন কেরলে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

তিরুবনন্তপুরমের সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে ৩২০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের দেশের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং উৎসর্গ করবেন।

ভারতে আরোগ্যের হার ৯৮.৬৭ শতাংশ, সক্রিয় রোগীও কমেছে

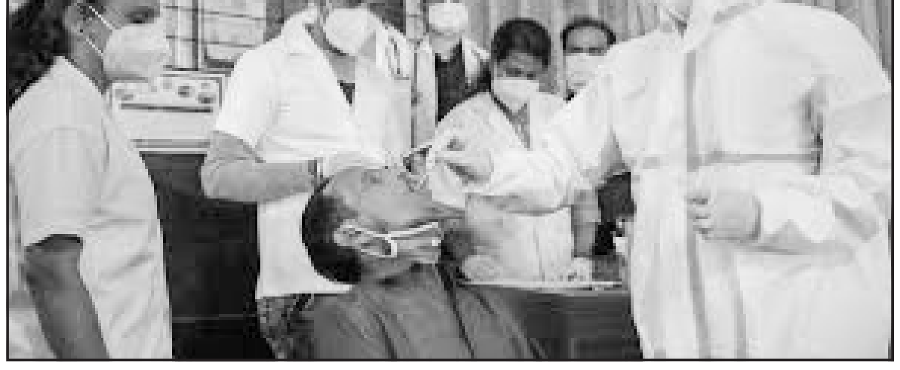

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের অনেকটাই কমে গিয়েছে, এবার ৮-হাজারের নীচে নেমে এসেছে। কমেছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৭,১৭৮ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ৮ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৬৫,৬৮৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১৫ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ৮ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,৩৪৫-এ পৌঁছে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৩,০১,৮৬৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬৭ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,২০৮ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬, ৩৯,৭৩৬ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ৭৮,৩৪২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ব্রিজভূষণ কাণ্ডে উত্তপ্ত দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): যৌন নিপীড়নের অভিযোগে ভারতীয় কুস্তি জগৎ আবারও তোলপাড়। জাতীয় কুস্তি সংস্থার তৎকালীন সভাপতি ব্রিজ ভূষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনে এবার সাত মহিলা কুস্তিগীর দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে নয়াদিল্লির কনট প্লেস থানায়। তাছাড়া দিল্লি মহিলা কমিশনের কাছেও একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন মহিলা কুস্তিগিররা।

কমিশনের প্রধান স্বাতী মালিওয়াল বলেছেন, "একজন নাবালক সহ বেশ কয়েকজন মহিলা অভিযোগ করেছেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কুস্তি সংস্থার দায়িত্বে থাকাকালীন তাঁদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির করেছেন।'

ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের কাছে তাঁর চিঠিতে মালিওয়াল ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার দাবি করেছিলেন।

ব্রিজ ভূষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে কুস্তিগীররাও নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে আবার অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছেন। এ নিয়ে বলতে গিয়ে অলিম্পিয়ান বজরং পুনিয়া বলেছেন: "আমরা এ নিয়ে কনট প্লেস থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।" অন্য কুস্তিগীররাও বলেছেন, 'আমরা ক্রীড়া মন্ত্রকের কাছে এ নিয়ে প্রতিবাদ জানান সত্বেও কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই আমরা এই পদক্ষেপ নিয়েছি। পুলিশ এখন কি পদক্ষেপ নেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখছি।' এ নিয়ে বজরং, ভীনেশ ফোগাত অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার-নিযুক্ত পর্যবেক্ষক কমিটির ফলাফল এখনও প্রকাশ করা হয়নি। কনট প্লেস থানার এক সিনিয়র পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, "আমরা একটি অভিযোগ পেয়েছি এবং এফআইআর দায়ের করার আগে তদন্ত করছি। যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অরিন্দম শীলের নয়া ফেলুদা এবার পরমব্রত

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): অভিনেতা থেকে এবার গোয়েন্দা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। যমন্তকের মূর্তি নিয়ে 'গ্যাংটকে গন্ডগোল' সেই গন্ডগোলের সমাধান খুঁজতে মরিয়া 'ফেলুদা' পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় হাজির 'সাবাশ ফেলুদা' নিয়ে। অরিন্দম শীলের নয়া ফেলুদা এবার পরমব্রত। ব্যোমকেশ, শবর, মিতিন মাসির পর এবার পরিচালক অরিন্দমের নজর """সাবাশ ফেলুদা """- তে। আর এই সিরিজে প্রদোষচন্দ্র মিত্র হিসেবে হাজির পরমব্রত। গোয়েন্দা গল্প নিয়ে বাঙালির ভালবাসা চিরন্তন। তাই অরিন্দম ওয়েব প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসছেন ফেলুদার কাহিনি।

কাছাড়ের দিগরখালে বাজেয়াপ্ত প্রায় চার কোটি টকার বার্মিজ সুপারি বোঝাই সাতটি লরি, আটক ৯

কালাইন (অসম), ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : কাছাড় জেলা পুলিশের বৃহৎ সাফল্য। বার্মিজ সুপারির বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে পুলিশের দল বড়সড় সাফল্য লাভ করেছে পুলিশের একটি বিশেষ দল। কাছাড় জেলার অসম-মেঘালয় সীমান্তবর্তী দিগরখালে অভিযান চালিয়ে পুলিশেৰ দল বাজেয়াপ্ত করেছে বার্মিজ সুপারি বোঝাই সাতটি লরি। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১,৮০০ বস্তা বার্মিজ সুপারি।

বাজেয়াপ্তকৃত বার্মিজ সুপারিগুলির বাজারমূল্য কংপক্ষে ৪ কোটি টাকা হবে বলে পুলিশের এক সূত্রে জানা গেছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, বার্মিজ সুপারি পাচারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে আটক করা হয়েছে ৯ জনকে। ধৃতদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী অফিসাররা। জানা গেছে, তাদের মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, বার্মিজ সুপারির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কঠোর স্থিতি অবলম্বন করলেও বরাক উপত্যকা জুড়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সিন্ডিকেট চক্র। প্রতিদিন লরি, তেলের ট্যাংকার, যাত্রীবাহী গাড়িতে করে মিজোরাম থেকে কাছাড় জেলা হয়ে অবৈধভাবে ভিন রাজ্যে পাচার করা হয় বর্মিজ সুপারি।

কাছাড় পুলিশ গত তিনমাসে প্রায় প্রতিদিনই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযানে চালিয়ে বহু কোটি টাকার বার্মিজ সুপারি সহ যানবাহন বাজেয়াপ্ত করে অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল কেদারনাথ ধাম

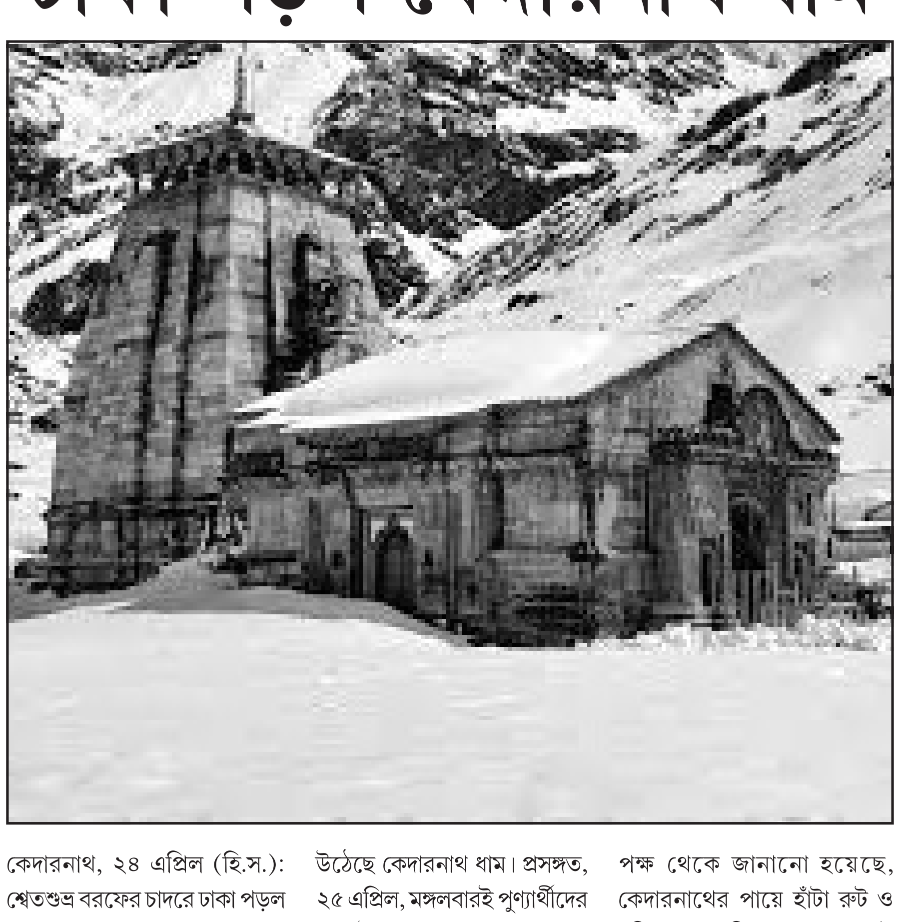

কেদারনাথ, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল কেদারনাথ ধাম। সোমবার সকালে ভারী তুষারপাত হয় কেদারনাথ ধাম ও সংলগ্ন পাহাড়ে, তুষারপাতের পর চারিদিক সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে। অপরূপ সৌন্দর্য্যে সেজে উঠেছে কেদারনাথ ধাম। প্রসঙ্গত, ২৫ এপ্রিল, মঙ্গলবারই পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে কেদারনাথ মন্দির। এদিকে, তুষারপাতের কারণে এদিন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় পুণ্যার্থীদের রেজিস্ট্রেশন। উত্তরাখণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কেদারনাথের পায়ে হাঁটা রুট ও মন্দির চত্বরে তিন থেকে চার ফুট তুষারপাত এবং আবহাওয়া দফতরের সতর্কতার কারণে কেদারনাথে তীর্থযাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করা হয়েছে।

কালিয়াগঞ্জ নিয়ে সিবিআই তদন্ত ও পরিবারকে নিরাপত্তার দাবিতে দায়ের মামলা

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : কালিয়াগঞ্জে ছাত্রীমৃত্যুর জের এবার আদালতের দোরগোড়ায়। ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে সিবিআই তদন্ত-সহ একাধিক দাবিতে মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা।

ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে। তা নিয়ে সরব হয়েছে জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন। পুলিশের দাবি, বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ছাত্রীর। এবার ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি তুলে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন আইনজীবী অনিন্দ্যসুন্দর দাস। মামলায় মৃতার পরিবারকে যথাযথ নিরাপত্তা, এক কোটি টাকা আর্থিক সাহায্যের দাবি তোলা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে মামলার আবেদন জানিয়েছিলেন আইনজীবী। তাঁকে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। সূত্রের খবর, ঘটনায় নথি নষ্ট হতে পারে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করে দ্রুত শুনানির আবেদন জানান মামলাকারী। মঙ্গলবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা।

জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন রবিবার কালিয়াগঞ্জের ঘটনাস্থলে গিয়ে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখতে চান। কিন্তু অভিযোগ, তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করেনি। এতে জেলাশাসকের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন এনসিপিসিআর-এর চেয়ারপার্সন প্রিয়াঙ্ক কানুনগো। এই ঘটনা নিয়ে ফের রাজ্য ও জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন সংঘাতে জড়িয়েছে।

প্রয়াত বাংলাদেশের প্রবীণ বামপন্থী নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : চলে গেলেন প্রবীণ বামপন্থী নেতা তথা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ঐক্য) সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য। রবিবার গভীর রাতে ঢাকার এক বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হলেন দেশের অন্যতম বামপন্থী সংগঠক। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন চুপ্পু, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা।

১৯৩৯ সালের ৬ অগস্ট চট্টগ্রামের রাউজানের নোয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন পঙ্কজ ভট্টাচার্য। বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে ১৯৫৯ সালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হন তিনি। পরে ঢাকায় এসে ভর্তি হন। ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সহ সভাপতি ওপরে কার্যকরী সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালে 'স্বাধীন বাংলা ষড়যন্ত্র মামলায়' জড়িত থাকার অপরাধে জেলে যেতে হয় তাঁকে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। গেরিলা বাহিনী গঠন করে দেশ স্বাধীনের যুদ্ধে ঝাঁপান। স্বাধীনতার পরে দীর্ঘদিন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

মঙ্গলবার তাঁর দেহ শহিদ মিনার চত্বরে শায়িত রাখা হবে। পরে পোস্তগোলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

আইএসএফ-তৃণমূলের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হুগলির আরামবাগ

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : আইএসএফ কর্মীদের বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় আহত ৫-৬ জন আইএসএফ কর্মী। আহতদের আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতলে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পরই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। হুগলির আরামবাগ থানার ধামসা এলাকার ঘটনা। রবিবার রাতে আইএসএফ কর্মীদের ধামসা এলাকায় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। এদিন বিকেলে আরামবাগের আড়ান্ডী ১ নং অঞ্চলের ধামসা বাজার এলাকায় একটি বৈঠকের আয়োজন করা আইএসএফের পক্ষ থেকে। সেই বৈঠক শেষ হওয়ার পরেই এলাকায় পতাকা লাগানো শুরু করে তাঁরা। অভিযোগ, পতাকা টাঙানোর সময় হঠাৎ বেশ কয়েকজন যুবক এসে হামলা চালায়। এমনকি তাঁদের পতাকার লাঠি দিয়েই তাঁদেরকে বেধড়ক মারধর করা হয়। হামলায় আহত ৫-৬ জন আই এস এফ কর্মী। যদিও, অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল। আরামবাগ তৃণমূল ব্লক সভাপতি শিশির সরকার বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে জানা নেই। খবর নিয়ে খতিয়ে দেখবেন বলে জানা গিয়েছে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ত্বকে কালচে দাগছোপ

ত্বক নিয়ে আমরা সারা বছর নানা সমস্যায় ভুগি। শুষ্ক অথবা তৈলাক্ত ত্বক, ব্রণ, ব্যাশ, কালচে দাগছোপ - একের পর এক সমস্যা লেগেই থাকে। এই সব সমস্যা মোকাবিলার জন্য ব্যবহার করি নামীদামি ব্র্যান্ডের ফেস প্যাক, ক্রিম, লোশন। কিন্তু বেশিরভাগ বাজার চলতি প্রোডাক্টে বিভিন্ন রাসায়নিক থাকে। তাই দীর্ঘ দিন সে সব ব্যবহার করা থেকেও বিরত থাকতে বলেন চিকিৎসকরা। তাই চটজলদি ত্বকের জেল্লা ফেরাতে এবং কালচে দাগছোপ দূর করতে আমরা নানা ঘরোয়া পরিচর্যার উপরও ভরসা রাখি। সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি, ব্যাশ, ব্রণ-পিম্পল এবং আরও অনেক কারণে মুখে দাগছোপের সমস্যা দেখা দেয়। ঘরে তৈরি ফেস প্যাক ব্যবহারেই দূর হতে পারে ত্বকের কালচে দাগ। দেখে নিন, মুখের দাগছোপ হালকা করতে দিতে কোন কোন ফেস প্যাক ব্যবহার করবেন-

লেবুর ফেস প্যাক

অর্ধেক লেবুর রসের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে মুখে লাগান। ১৫ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। তারপরে ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন। লেবু ত্বকের কালো দাগদোপ হালকা করে। আর, মধু ত্বককে ময়েশ্চারাইজ রাখে।

চন্দন ফেস প্যাক ২ টেবিল চামচ চন্দন পাউডার, ১ চা চামচ লেবুর রস, গোলাপ জল এবং ১ চা চামচ গ্লিসারিন একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে লাগান। শুকিয়ে গেলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। তারপরে ত্বক ময়েশ্চারাইজ করুন। চন্দন ত্বকে রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং কালো দাগছোপ কমায়, ত্বক উজ্জ্বলও করে। গ্লিসারিন ত্বককে হাইড্রেট রাখে।

দুধ এবং মধুর ফেস প্যাক

এক টেবিল চামচ দুধের সঙ্গে এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে কালো দাগের উপর লাগান। পুরো মুখেও এই ফেস প্যাক লাগাতে পারেন। ১৫ মিনিট রাখার পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। দুধের ত্বকের দাগছোপ হালকা করে। আর, মধু ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে। নিয়মিত এই ফেস প্যাকটি ব্যবহারে ত্বকের কালো দাগছোপ দূর হওয়ার পাশাপাশি ত্বক পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল হবে।

অ্যালোভেরা ফেস প্যাক

অ্যালোভেরা পাতা থেকে ফ্রেশ জেল বের করে নিন। এতে কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল ভালো ভাবে মেশান। পুরো মুখে পেস্টটি লাগিয়ে শুকাতে দিন। তারপর ২-৩ মিনিট ম্যাসাজ করে মুখ ধুয়ে ফেলুন। অ্যালোভেরার ঔষধি গুণ সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। কালো দাগছোপ অপসারণে দারুণ কার্যকর এই ফেস প্যাক। নিমের ফেস প্যাক ২ চা চামচ নিমের গুঁড়োর সঙ্গে ১ টেবিল চামচ মধু এবং ১ চা চামচ আপেল সাইডার ভিনেগার ভালো করে মিশিয়ে কয়েক মিনিট ফ্রিজে রেখে দিন। এই ঠান্ডা ফেস প্যাকটি পুরো মুখে লাগান। শুকিয়ে গেলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। নিমের অ্যান্টি সেপটিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এই ফেস প্যাক কালো দাগছোপ, বিশেষ করে ব্রণের কারণে সৃষ্ট দাগ দূর করতে খুবই কার্যকর। বেসন ফেস প্যাক এক টেবিল চামচ বেসনের সঙ্গে ১ চা চামচ টমেটো পাল্প এবং ২ চা চামচ অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে ফেস প্যাক তৈরি করুন। পুরো মুখে লাগান এই ফেস প্যাকটি। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। বেসন ত্বক পরিষ্কার করে এবং ত্বকের মৃত কোষ অপসারণ করে। টমেটো আর অ্যালোভেরা জেল ত্বকের কালো দাগছোপ হালকা করতে দারুণ কার্যকর।

পেঁপের ফেস প্যাক

পাকা পেঁপে পেস্ট করে তার সঙ্গে ২ টেবিল চামচ গ্রিন টি মিশিয়ে নিন। মুখে এই ফেস প্যাক লাগিয়ে ৩০ মিনিট রাখুন। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন। ফেস প্যাক লাগানোর আগে মুখে স্টিম নিতে পারেন। কালো দাগছোপ হালকা করতে এই ফেস প্যাক দারুণ কার্যকর।

অতিরিক্ত মদ্যপানের জেরে কোন কোন সমস্যা দেখা দিতে পারে ?

মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক” - টেলিভিশন থেকে সিনেমা হল, সর্বত্রই প্রচার চলছে। স্বাস্থ্যের উপর মদ্যপানের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে সচেতনতা ছড়ানোর চেষ্টা কম হচ্ছে না। চিকিতকরাও মদ্যপানের ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরছেন। কিন্তু তারপরেও মানুষের মদ্যপানের প্রতি আসক্তি কমছে না! আধুনিক জীবনে উতবে-অনুষ্ঠানে, পার্টিগুলোতে অ্যালকোহল গ্রহণ অনেকটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অভিজাত পরিবারে মদ্যপান অতি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দিনের পর দিন অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যপানের ফলে শরীরে মারাত্মক সব রোগ বাসা বাঁধতে শুরু করে। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। আসুন জেনে নেওয়া যাক, অত্যধিক মদ্যপানে শরীরের কী কী ক্ষতি হতে পারে-

হজমের সমস্যা

অত্যধিক মদ্যপান হজমে ব্যাঘাত ঘটায়। খাবার হজম করা, পুষ্টি এবং ভিটামিন শোষণে অন্ত্রে বাধা সৃষ্টি করে। মদ্যপানে পেটে অতিরিক্ত অ্যাসিডও জমা হয়। গ্যাস, পেট ফাঁপা, ডায়ারিয়াও হতে পারে। অ্যালকোহল পেটের আস্তরণে জ্বালাভাব সৃষ্টি করতে পারে। পেটে আলসারও হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ অতিরিক্ত অ্যালকোহল পানে রক্তচাপ বেড়ে যায়, ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। অত্যধিক মদ্যপান রক্তনালীগুলির পেশীর উপর প্রভাব ফেলে, এগুলি সংকীর্ণ হতে চাপ দেয়। লিভারের ক্ষতি অ্যালকোহল পানের পরে তা পেটে শোষিত হয়। তারপর রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে লিভারে প্রবেশ করে। লিভার রক্তে অবস্থিত অ্যালকোহল দূর করতে পারে। রক্ত পরিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে। তবে অতিরিক্ত মদ্যপানে লিভারের উপর মারাত্মক চাপ পড়ে। লিভারের কার্যক্ষমতার বেশি মদ্যপান করলে লিভারের কোষগুলির মারাত্মক ক্ষতি হয়। এর ফলে ফ্যাটি লিভার হয়। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করার ফলে লিভারে মেদ জমার এই সমস্যাকে “অ্যালকোহল রিলেটেড লিভার ডিজিজ” বলে। এ ছাড়াও, অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে লিভার সিরোসিস, অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিসের মতো রোগও দেখা দিতে পারে। স্নায়বিক সমস্যা বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যালকোহল মস্তিষ্কের রাসায়নিকগুলিকে ধীর করে দেয়। ফলে নানা মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। ইউএস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যালকোহল অ্যাবিউজ অ্যান্ড অ্যালকোহলিজম- এর মতে, অ্যালকোহল মস্তিষ্কের যোগাযোগের পথে হস্তক্ষেপ করে, এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতার উপর প্রভাব ফেলে। এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলে, যার ফলে নানা মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। এর ফলে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, পায়ে-হাতে অসাড়তা ও ঝিনঝিন, আবেগ নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতার মতো সমস্যা হয়। বেশি পরিমাণে অ্যালকোহল সেবনে ডিমেনশিয়াও হতে পারে। অগ্ন্যাশয়ের উপর প্রভাব ফেলে অত্যধিক অ্যালকোহল সেবনে অগ্ন্যাশয়ে প্রদাহ বাড়ে। এর ফলে প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়। অগ্ন্যাশয় এনজাইম তৈরি করে হজমে সাহায্য করে। কিন্তু অগ্ন্যাশয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের কারণে অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে।

পেঁয়াজের খোসা এর বিশেষ উপকারিতা

যে কোনও আমিষ রান্নায় পেঁয়াজ না পড়লে স্বাদটা কেমন যেন বদলে যায়। পেঁয়াজ ছাড়া রান্নায় স্বাদ তেমন ভালো হয় না। অনেকে আবার গরম ভাতের সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ খেতেও পছন্দ করেন। তাছাড়া, আজকাল ত্বক এবং চুলের যত্নেও দারুণ ব্যবহার হচ্ছে পেঁয়াজ।

সাধারণত পেঁয়াজ কাটার পর খোসাগুলোর জায়গা হয় আবর্জনার পাত্রে। অনেকেই জানেন না পেঁয়াজের খোসারও আছে অনেক গুণ। পেঁয়াজের খোসার এমনই কিছু গুণাগুণ সম্পর্কে জানা যাক..

গ্ন দুই-তিনটা পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে রাখুন। লোহার কড়াই গরম করে তাতে পেঁয়াজের খোসাগুলো দিয়ে দিন। খোসা পুড়ে কালো হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করুন। এবার এই পোড়া খোসাগুলো ভালো করে পিষে একটি চালুনি দিয়ে চেলে নিন, যাতে একেবারে মিহি গুঁড়া হয়। এই পাউডারটি অ্যালোভেরা জেল বা হেয়ার অয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগাতে পারেন। চুলে কালারের জন্য এই ঘরোয়া পদ্ধতিটি দারুণ কার্যকর। তবে এক-দু”বার শ্যাম্পু করার পর এই রঙ উঠে যেতে পারে। খাবার সুস্বাদু করতে পেঁয়াজের খোসার জুড়ি মেলা ভার। স্যুপ, স্ট্যু এবং অন্যান্য রান্নায় শুকনো বা ভাজা পেঁয়াজের খোসার গুঁড়া মেশালে খাবারের স্বাদ আরও দ্বিগুণ বাড়তে পারে। শরীরে ব্যথা কিংবা পেশীতে টান বা ব্যথা নিরাময়ে পেঁয়াজের খোসার চা পান করতে পারেন। এক কাপ জলে কয়েকটি পেঁয়াজের খোসা সিদ্ধ করে পান করুন। স্বাদ বাড়াতে এর সঙ্গে মেশাতে পারেন মধ পেঁয়াজের খোসার চা পান করলে ঘুম ভালো হয়। এছাড়াও, স্নায়ুর সমস্যা নিরাময়েও সাহায্য করবে এই চা। চুল রুক্ষ, শুষ্ক ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে? অতিরিক্ত চুল ঝরছে? তাহলে পেঁয়াজের খোসা দিয়ে তৈরি হেয়ার টোনার ব্যবহার করতে পারেন। চুলের যে কোনও সমস্যা দূর হবে নিমেষেই! পেঁয়াজে সালফার রয়েছে, যা চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। কয়েকটা পেঁয়াজের খোসা জলে সেদ্ধ করুন। জল ফুটতে ফুটতে বাদামী হয়ে এলে গ্যাস বন্ধ করে ঠাণ্ডা হতে দিন। মিশ্রণটি একটি স্প্রে বোতলে ভরে রাখুন। এটি আপনার চুল ও স্ক্যাল্পে ব্যবহার করতে পারেন। একটি কৌটোয় প্রতিদিন পেঁয়াজের খোসা জমা করতে থাকুন, প্রাকৃতিকভাবে এটি সারে পরিণত হতে দিন। ঘরে তৈরি এই সার গাছের দ্রুত বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

সুস্থ থাকতে মহিলারা এই ৮ বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখুন

বেশিরভাগ মহিলাই সংসার, কর্মজীবন, সামাজিক জীবন, দায়িত্ব-কর্তব্য, এই সবের চাপে নিজেদের যত্ন নেওয়ার বিশেষ সময় পান না। ফলে একের পর এক মানসিক এবং শারীরিক সমস্যা লেগেই থাকে। তবে কিছু বেসিক জিনিস মনে রাখলে মহিলাদের স্বাস্থ্য একেবারে নীরোগ থাকবে!

সার্বিক ভাবে সুস্থ থাকতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কিছু নিয়ম মেনে চলা খুবই জরুরি।

দেখে নিন, সুস্বাস্থ্য ধরে রাখার জন্য মহিলারা কোন কোন বিষয় মাথায় রাখবেন-

প্রতিদিন শরীরচর্চা করুন

একজন মহিলার সুস্থ থাকার সবচেয়ে কার্যকর উপায় এটি। যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, দিনের কিছুটা সময় রাখুন শরীরচর্চায় বা ব্যায়ামের জন্য। বিশেষত, সকালে শরীরচর্চা করলে আরও বেশি উপকার মিলবে। শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিট থাকলেই আপনার আয়ু বাড়বে। তাছাড়া, প্রতিদিন ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ডায়াবেটিস, হার্টের সমস্যা, ক্যান্সার এবং আরও অনেক রোগের ঝুঁকি কমায়। যখন ব্যায়াম করা হয়, তখন হ্যাপি হরমোন নিঃসৃত হয়। এটি স্ট্রেস বাস্টার হিসেবে কাজ করে, হতাশা এবং উদ্বেগ কমায়। আর, দ্রুত ওজন কমাতে ব্যায়ামের চেয়ে কার্যকর পদ্ধতি নেই বললেই চলে! স্বাস্থ্যকর ডায়েট খাবার থেকেই আমরা এনার্জি পাই। রোজকার ডায়েটে ফাইবার, আয়রন, খনিজ, প্রোটিন, ফলিক অ্যাসিড এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন। এগুলি একজন মহিলার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান বলে মনে করা হয়। বাইরের খাবার বেশি খাবেন না। প্রসেসড ফুড, জাঙ্ক ফুড, অতিরিক্ত লবণ ও মিষ্টি জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো। আর যাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স আছে তারা দুগ্ধজাত খাবার এড়িয়ে চলুন। কোলেস্টেরল পরীক্ষা করান

অত্যধিক কোলেস্টেরল রক্তনালীগুলি বন্ধ করে দিতে পারে। ফলে গুরুতর শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। তাই কম চর্বি, কম কোলেস্টেরলযুক্ত খাদ্য খান। ধূমপান এড়িয়ে চলুন এবং প্রতিদিন ব্যায়াম করুন। এতেই নিয়ন্ত্রণে থাকবে কোলেস্টেরল।

হার্টের যত্ন নেওয়া

শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হার্ট। তাই হার্টের সঠিক যত্ন নেওয়া এবং নিয়মিত পরীক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। রক্তচাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা, বডি মাস ইনডেক্স এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেই হার্টও অনেকটাই সুস্থ থাকবে। আর, এই সব কিছুর পরিবর্তন উপেক্ষা করা মানে নিজের স্বাস্থ্যের অবহেলা করা। ধুমপান ও মদ্যপান ত্যাগ করুন

সুস্থ-সবল থাকতে ধূমপান ও মদ্যপান অবশ্যই ত্যাগ করুন। সার্ভিকাল এবং ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের চেয়ে ফুসফুসের ক্যান্সারে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে অনেক বেশি। এ ছাড়াও, যে সব মহিলারা ধূমপান করেন তাঁরা খুব কম বয়সেই হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারেন।

ইউটিআই সংক্রমণ

মূত্রনালীর সংক্রমণ সব বয়সের মেয়েদের মধ্যেই হতে পারে। এই সমস্যা দেখা দিলেই দ্রুত চেক আপ করান। সঠিক মেডিসিন এবং প্রচুর পরিমাণে তরল গ্রহণ এই সমস্যা দ্রুত নিরাময় করতে পারে। থাইরয়েড পরীক্ষা করান হাইপোথাইরয়েডিজমের কারণে পিরিয়ডের সমস্যা, ওজন বাড়া-কমা, ত্বকে লোম এবং গর্ভধারণের সমস্যা হতে পারে। তাই সময়মতো প্রত্যেক মহিলারই থাইরয়েড টেস্ট করানো উচিত। নিয়মিত চেকআপ করান আজকাল কম-বেশি সব মহিলাই ঋতুস্রাবের সমস্যায় ভোগেন। অনিয়মিত ও যন্ত্রণাদায়ক পিরিয়ড, পলিসিস্টিক ওভারি, গর্ভধারণে সমস্যা, অপরিকল্পিত গর্ভধারণ, গর্ভপাত, ইত্যাদি। সময়মতো গাইনোকোলজিকাল চেক করালে এই সব সমস্যা প্রতিরোধ হতে পারে।

যেভাবে বুঝবেন, শরীরে ডায়াবেটিস বাসা বেঁধেছে

বিশেষজ্ঞদের মতে,অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন পদ্ধতি, সঠিক খাদ্যাভ্যাসের কারণে বাড়ছে ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্তের সংখ্যা। কারও কারও বংশগত কারণেও দেখা দেয় ডায়াবেটিস। শরীরে ডায়াবেটিস দেখা দিলে এর ক্ষতিকর প্রভাব মাথা থেকে পা পর্যন্ত সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর পড়ে।

কিডনি, লিভার, স্নায়ু, চোখের সমস্যা দেখা দেয়। শরীরের যে কোনও অংশে ডায়াবেটিস সমস্যা তৈরি করতে পারে। বাদ যায় না ত্বকও। ডায়াবেটিস হলে ত্বকে পরিবর্তন দেখা দেয়।

ত্বকের রং গাঢ় হয়ে যায়। তাই কোনও ব্যক্তির শরীরে হঠাতকরেই ত্বকের রঙে পরিবর্তন এলে চিকিতকের পরামর্শ নিন। এক্ষেত্রে প্রথমে সুগার পরীক্ষা করা উচিত। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলে ঘা শুকাতে চায় না।

হয়তো কোথাও কেটে গেল, দেখলেন শুকাচ্ছেই না। শেষে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন পড়তে পারে। আসলে সুগার বাড়লে শরীরে শ্বেত রক্ত কণিকা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। এই কারণে ক্ষত সারতে দেরি হয়। এছাড়া এই রোগটি ইমিউনিটির কাজ করার পদ্ধতিকেও নষ্ট করে দেয়। এ কারণে সমস্যা লেগেই থাকে। আপনার চোখের উপর ডায়াবেটিসের নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। রক্তে সুগার বাড়লে তা চোখের নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এমনকী চোখের ভিতরের ছোট ছোট রক্তনালীর ক্ষতি করে এই অসুখ। এর ফলে রক্তনালী ফেটে রক্তপাত হতে পারে। কিন্তু, এত সূক্ষ্ম স্তরে এই সমস্যা হয় যে সহজে ধরা যায় না। তবে একটা সময় চোখে দেখতে সমস্যা হয়। তাই হঠাতকরেই চোখে কম দেখলে অবশ্যই চিকিতকের কাছে যান। অনেকেরই মুখে দুর্গন্ধ থাকে। এই সমস্যা দেখা দিলেই বেশিরভাগই দাঁত বা মাড়ির সমস্যাকে দোষ দেন। ডায়াবেটিস রোগীদের মুখেও একটা দুর্গন্ধ থাকে।

এই সমস্যাকে ডায়াবিটিস কিটোঅ্যাসিডোসিস বলে। এই সমস্যার ক্ষেত্রে গ্লুকোজ থেকে শরীর শক্তি অর্জন করতে পারে না। তাই ফ্যাট পোড়াতে শুরু করে দেয়। এই সময় মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে। তাই হঠাতকরেই ওজন কমার পাশাপাশি মুখে দুর্গন্ধ হলে সাবধান থাকা উচিত।

নীরবেই শরীরের ক্ষতি করে এই ৫ রোগ

শরীরে কোনও রোগ বাসা বাঁধলে তা বোঝার একমাত্র উপায় হল, রোগের বিভিন্ন উপসর্গ বা লক্ষণ। উপসর্গ দেখেই চিকিতকরা রোগ নির্ণয় ও চিকিতা করেন। কিন্তু এমনও কিছু রোগ আছে, যেগুলো আমাদের শরীরে ‘‘সাইলেন্ট কিলার” বা নীরব ঘাতক হিসেবে কাজ করে। নীরব অবস্থায় থেকে একটু একটু করে শরীরের ক্ষতি করতে থাকে এবং যে কোনও সময় গুরুতর হয়ে উঠতে পারে।

এমনকি এই সব রোগে আকস্মিক মৃত্যুও হতে পারে!

আজকের আর্টিকেলে এমনই ৫ রোগ সম্পর্কে বলা হল, যেগুলো নীরবেই শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করে এবং মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

উচ্চ রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপ, যাকে হাইপারটেনশনও বলা হয়। চিকিতকরা এই সমস্যাকে “সাইলেন্ট কিলার” বা নীরব ঘাতক বলে থাকেন। কারণ, উচ্চ রক্তচাপ সহজে ধরা যায় না। দীর্ঘ দিন ধরে কোনও বাহ্যিক লক্ষণ ছাড়াই উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। যার ফলে রক্তনালী ব্লক হয়ে গিয়ে নানা রকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। ব্লাড প্রেশারের চিকিতা না হলে হতে পারে নানা অসুখ। হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোক-সহ আরও নানা গুরুতর রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

তাই নিজেকে সুস্থ-সবল রাখতে নিয়মিত ব্লাড প্রেশারের চিকিতা করা দরকার। হাই প্রেশার না থাকলেও সময়ে সময়ে প্রেশার মাপান। তবেই ভালো থাকতে পারবেন।

উচ্চ কোলেস্টেরল

উচ্চ কোলেস্টেরলকেও নীরব ঘাতক বলা হয়। এক্ষেত্রেও রোগীর মধ্যে সহজে কোনও উপসর্গ দেখা দেয় না। কোলেস্টেরলের মাত্রা মারাত্মক পর্যায়ে গেলে তবেই লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। এই অবস্থায় রক্ত প্রবাহে বা খারাপ কোলেস্টেরল অনেক বেড়ে যায়। বাড়তি কোলেস্টেরল রক্ত প্রবাহের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা দেয়। ফলে হার্ট-সংক্রান্ত নানা সমস্যা দেখা দিতে থাকে।

ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস বলতে বোঝায়, রক্তে খুব বেশি গ্লুকোজ বা ব্লাড সুগার থাকা। যখন অগ্ন্যাশয় শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনসুলিন উতাদন বন্ধ করে দেয়, তখন ডায়াবেটিস হয়। শরীরে ইনসুলিনের পরিমাণ কমে যায় ডায়াবেটিসে। ডায়াবেটিসও একটি সাইলেন্ট কিলার ডিজিজ। সাধারণত, ডায়াবিটিস দানা বাঁধলে প্রথম অবস্থাতেই টের পাওয়া যায় না। মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছলে তবেই নানা লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। এটি এমন একটি রোগ, যা নিঃশব্দে শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

দৈনিক হাঁটলে ১০ জনে একজনের অকালমৃত্যু রোধ সম্ভব

সুস্থ সবল থাকতে ব্যায়ামের কোনও বিকল্প নেই। তবে নানা কাজের চাপে অনেকেরই সময় করে ব্যামাগারে গিয়ে শরীরচর্চা করা হয়ে উঠে না। তবে যুক্তরাজ্যের বিশেষজ্ঞরা নতুন পরামর্শ দিয়েছেন। জানিয়েছেন, দৈনিক বেশ কয়েকমিনিট দ্রুত হাঁটলেই এর সুফল মিলবে। গবেষকরা বলেছেন, ১১ মিনিট দৈনিক হাঁটলেই প্রতি ১০ জনের মধ্যে একজনের অকালমৃত্যু রোধ করা সম্ভব হতে পারে।

তবে বেশিরভাগ লোকেই তাদের জন্যে নির্ধারিত সাপ্তাহিক ১৫০ মিনিট ধরে ব্যায়াম করেন না। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা পরামর্শ দিয়েছেন, কোন কিছু না করার চেয়ে হালকা কিছু ব্যায়াম করা ভালো। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস বা সংক্ষেপে এনএইচএস সপ্তাহে ১৫০-৩০০ মিনিট শরীর চর্চা করার পরামর্শ দিয়েছে। এতে করে হৃতন্দন বাড়ে এবং সপ্তাহে ৭৫-১৫০ মিনিটের ভারী শরীর চর্চায় জোরে শ্বাস নেওয়াতে সাহায্য করবে।গবেষণা দলটি শরীরচর্চার সুফল নিয়ে পূর্বের শত শত গবেষণা পর্যালোচনা করে শেষমেশ এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, তাদের দেওয়া পরামর্শের অর্ধেক সময় কেউ ব্যায়াম করলেও কার্ডিওভাসকুলার রোগের ২০টির ক্ষেত্রে একটি এবং ক্যান্সারের ৩০ টির অন্তত একটি প্রতিরোধ করা যেতে পারে। এজন্য প্রতি সপ্তাহে ৭৫ মিনিট বা প্রতিদিন ১১ মিনিট ধরে সাইকেল, দ্রুত হাঁটা, হাইকিং, নাচ বা টেনিস খেলার মাধ্যমে শরীরচর্চা যে কেউ করতে পারে। হাঁটাচলার উপকারিতা নিয়ে গবেষক দলের প্রধান সরেন ব্রেইজ বলেন, “এতে আপনার মনে হবে, শরীরের নাড়াচাড়া হচ্ছে, হৃতন্দনও বেড়ে যাবে; কিন্তু স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হবে না।’’এছাড়া উপরোক্ত পরিমাণ শরীরচর্চায় হৃদরোগ এবং স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি ১৭ শতাংশ এবং ক্যান্সার ৭ শতাংশ কমাতে যথেষ্ট বলে নতুন গবেষণায় বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, নিয়মিত ব্যায়ামে শরীরের চর্বি এবং রক্তচাপ কমায়। সেইসঙ্গে দীর্ঘমেয়াদে ফিটনেস, ঘুম এবং হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে।

মোটা হওয়ার সহজ উপায়

ভাবছেন এ আবার কেমন কথা, সবাই যখন চায় ওজন কমাতে, সেখানে ওজন বাড়িয়ে মোটা হতে কে চাইবে, কেনই বা চাইবে! আপনার ভাবনা মোটেই অবান্তর নয়। তবে একথাও ঠিক যে অনেকের প্রয়োজন পড়ে ওজন বাড়ানোর। সেক্ষেত্রে তারা নানাভাবে চেষ্টা করেন, খাবার খাওয়ার পরিমাণও বাড়িয়ে দেন। যদি আপনার চিকিতক ওজন বাড়ানোর পরামর্শ দেন কিংবা বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) অনুযায়ী আপনি যদি আন্ডার ওয়েট থাকেন তবে তো ওজন বাড়াতেই হবে।

ওজন বাড়াতে গিয়ে অনেকে অস্বাস্থ্যকর উপায় বেছে নেন। কেউ ফাস্টফুডের দিকে ঝুঁকে পড়েন, কেউ খাবারের রুটিন মেনে চলেন না। আপনি সচেতন হলেই স্বাস্থ্যকর উপায়ে ওজন বাড়ানো সম্ভব। জেনে নিন বিশেষজ্ঞদের কিছু পরামর্শ-

খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়ান ওজন কম থাকার অন্যতম কারণ হলো খাবারের প্রতি আগ্রহ না থাকা। এমন অনেকে আছেন, খাবার খেতে যাদের ভালোলাগে না। অনেকের তো খাবারের প্রতি এক ধরনের ভীতিও কাজ করে। এই অভ্যাস থেকে বের হয়ে আসতে হবে। সুস্থ থাকতে চাইলে স্বাস্থ্যকর ও পর্যাপ্ত খাবারের বিকল্প নেই। আপনি যদি ওজন বাড়াতে চান তবে প্রতিদিন পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। এক্ষেত্রে একজন পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিয়ে খাবারের তালিকা করলে সবচেয়ে ভালো হয়।

বারবার খান অল্প করে বারবার খাবার খেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং আপনি যদি অল্প করে বারবার খান তাহলে শরীরে মেটাবলিজম বেড়ে যায়। এর ফলে ওজন কমতে থাকে। সেজন্য দিনে ৩-৪ বার পেট ভরে খান। তবে খেতে গিয়ে অস্বাস্থ্যকর খাবার অবশ্যই এড়িয়ে চলবেন। নয়তো ওজন বাড়লেও তা আপনার জন্য উপকার বয়ে আনবে না।

উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাবার

সাধারণত মানুষ উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাবার থেকে দূরে থাকেন ওজন বৃদ্ধির ভয়ে। আপনার যদি ওজন বাড়ানোর দরকার পড়ে তবে তো এ ধরনের খাবার খাওয়াই যেতে পারে। কাঙ্ক্ষিত ওজন না পাওয়া পর্যন্ত এ ধরনের খাবার খান নিয়মিত। তবে ওজন বেড়ে যাওয়ার পর এ ধরনের খাবার খাওয়া কমিয়ে আনতে হবে।

শাক-সবজি ও ফ্যাট জাতীয়

ওজন বাড়াতে চান বলে শাক-সবজি খাওয়া বাদ দিলে কিন্তু চলবে না। বরং শাক-সবজি ও ফ্যাট জাতীয় খাবার খেতে হবে নিয়মিত।

আপনার শরীর পর্যাপ্ত পুষ্টি পাচ্ছে না

শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো থেকে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, সবটাই নিয়ম করে স্বাস্থ্যকর খাবার খেলেই অনেক সমস্যা মেটে। অনেকেই কাজের ব্যস্ততায়, খাওয়ার কথা ভুলে যান। আবার কেউ কেউ ওজন কমানোর জন্য কঠোর ডায়েট করেন। প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে শরীরে নানা সমস্যা দেয়। শরীর নানা ভাবে জানান দেয়, প্রয়োজনের তুলনায় আপনি কম খাবার খাচ্ছেন। তাই শরীর পর্যাপ্ত পুষ্টি না পেলে যেসব লক্ষণ দেখা দেয়। সারাক্ষণ মিষ্টি খেতে চাইবে মন। সারা দিন পর কাজ শেষে হয়তো দীর্ঘ ক্ষণ খাওয়া হয়নি। তখন বাড়ি ফিরেই কি কারও পাউরুটি, পিতা, অনেকটা ভাত রুটি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়ার ইচ্ছা হয়। কম খাবার খেলে আবার শরীরে ঠিক মতো শক্তি পায় না। তাই মিষ্টি জাতীয় খাবার খোঁজে শরীর। কারণ এগুলি খেলে শরীর দ্রুত শক্তি পায়। তাই যদি খুব বেশি এমন প্রবণতা দেখেন, তা হলে বুঝতে হবে শরীর পর্যাপ্ত পুষ্টি পাচ্ছে না। এছাড়া দেখবেন, রক্তচাপ যদি হঠাতকরে কমে যায়, অনেকে সেটাকে ডায়াবেটিস বলে ভুল করেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলেও এমন হতে পারে। চিকিতকরা বলছেন, প্রতি দিন সকাল থেকে অনেক বেলা পর্যন্ত না খেয়ে থাকেন, তা হলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়া স্বাভাবিক। এতে শরীরে হরমোনের তারতম্যও হতে পারে।

বাংলাদেশের কুমিল্লার দেবিদ্বারে শতবর্ষী মন্দিরের শুভ উদ্বোধন

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৪।। বাংলাদেশের কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার মোহনপুর ইউনিয়নের কুরুইন গ্রামে শত বছরের বেশি পুরোনো সার্বজনীন শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দির এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। গত রবিবার ২৩ এপ্রিল ১০ বৈশাখ বিকালে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে শুভ উদ্বোধন করা হয়।

জানা যায়, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় শিদ্ধী মাতা বসন্ত কুমারী দেবীর প্রতিষ্ঠিত ওই মন্দিরটি জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। বিষয়টি কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য এবং বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা বাবু কালীপদ মজুমদার এর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি মন্দিরটি পূণঃ নির্মাণ করার দায়িত্ব নেন।

মোহনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ ময়নাল হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা বাবু কালীপদ মজুমদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ,বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক মহাপরিচালক মোঃ মোমিন সরকার, দেবিদ্বার সরকারী কলেজের সাবেক জিএস সামসুল হক মাস্টার, দেবিদ্বার উপজেলা আওয়ামী লগের সদস্য জীবন চন্দ্র দাস, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক বাবু সুজিৎ পোদ্দার, কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক শেখ ফারুক, সদস্য মো.হুমায়ুন কবির, আব্দুল্লাহপুর হাজী আমির উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি ইঞ্জিঃ জাকির হোসেন, এলাহাবাদ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সধারণ সম্পাদক মোঃ আকতারুজ্জামান স্বপন, রাজামেহার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মোমেন প্রমুখ।

প্রধান অতিথি বাবু কালীপদ মজুমদার তার বক্তব্যে বলেন, শত বছরের বেশি পুরোনো এই সার্বজনীন শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দির পুনঃনির্মান করতে পেরে আমি আনন্দিত। তিনি বলেন,এলাকার যে কোন সামাজিক কর্মকান্ডে আমি নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাই। তিনি এ লক্ষে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন পাশাপাশি ভবিষ্যতেও যে কোনো সামাজিক কর্মকাণ্ডে সকলের সহযোগিতায় পাশে থাকবেন বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের নেতা বাবু কালীপদ মজুমদার ইতিমধ্যে প্রায় দশটি মন্দির তাঁর বাবা ও মায়ের নামে নিজ অর্থায়নে নির্মাণ করেন এবং অনেক মুসলিম ভাই-বোনদের লেখাপড়ার খরচসহ দুই ঈদে কাপড় ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদান করে নিঃস্বার্থভাবে সার্বিক সহযোগিতা করে আসছেন।

নবান্নে মমতা-নীতিশের বৈঠকের ওপর নজর

কলকাতা ২২ এপ্রিল (হি. স.) : কলকাতায় এসে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ প্রধান নীতীশ কুমার। এই বৈঠকের ওপর নজর রাখছে রাজনৈতিক মহল।

বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলিকে এক ছাতার তলায় আনার কাজ শুরু করেছেন নীতীশ কুমার। সেই মোতাবেক দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা অ-বিজেপি মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠকও সেরেছেন। কথা বলেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে থেকে শুরু করে প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধির সঙ্গে ।

জেডিইউ আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধী জোটের ভিত্তি তৈরি করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। এবার সেই লক্ষ্যেই বিজেপি বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে কথা বলছেন নীতীশ। সোমবার নবান্নে মমতা-নীতিশের বৈঠকের ওপর তাই নজর বিভিন্ন পক্ষের।

এর আগে কংগ্রেসের সঙ্গে নীতীশ কুমারের বৈঠকের পর রাহুল গান্ধি বলেছিলেন, 'বিরোধী ঐক্য এবং আদর্শগত লড়াইয়ের জন্য একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।' পাশাপাশি খাড়গের সঙ্গে জেডিইউ এবং আরজেডি নেতাদের পাশেই নিজের একটি ছবিও স্যোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে রাহুল লিখেছিলেন 'একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি, ভারতের জন্য একসঙ্গে লড়াই করব'।

দেশের প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে গুণমানসম্পন্ন ক্রীড়া পরিকাঠামো প্রদান করা সবার দায়িত্ব : প্রধানমন্ত্রী

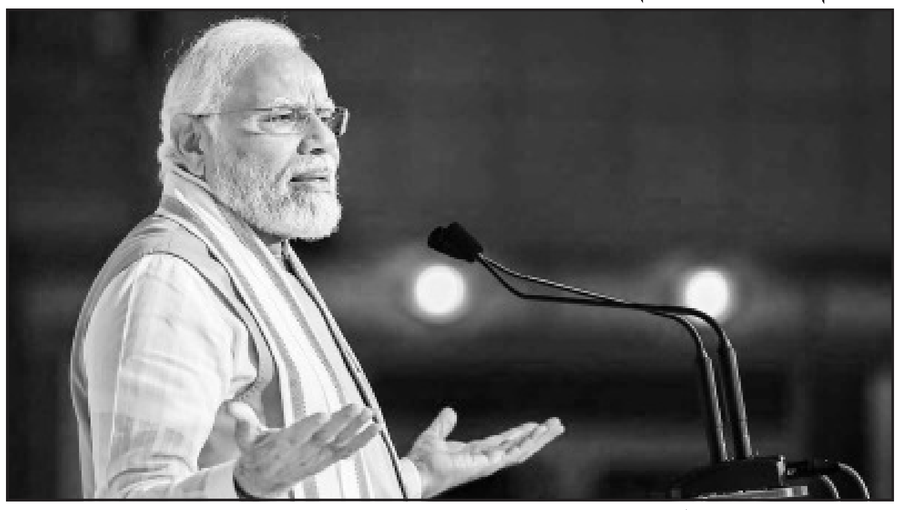

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): আমাদের দেশের প্রতিটি প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে গুণমানসম্পন্ন ক্রীড়া পরিকাঠামো প্রদান করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আর তাই কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মণিপুরে ক্রীড়া মন্ত্রীদের চিন্তন শিবিরে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'উত্তর-পূর্ব ভারত যেমন দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে নতুন রঙ যোগ করে, তেমনই দেশের ক্রীড়া বৈচিত্র্যকেও নতুন মাত্রা দেয়।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'প্রথমে প্রতিফলন, তারপর উপলব্ধি এবং তারপর বাস্তবায়ন ও কর্ম। অতএব, আপনাদের ভবিষ্যতের লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং আপনাদের পূর্ববর্তী সম্মেলনের বিশ্লেষণও করতে হবে। বিগত এক বছরে, ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা অনেক আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্টে অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছেন, এই কৃতিত্বগুলি উদযাপন করার সময়, আমাদেরও ভাবতে হবে কীভাবে আমরা ক্রীড়াবিদদের যথাসম্ভব সাহায্য করতে পারি।'

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, 'উত্তর-পূর্ব ভারতে এখন খেলাধুলা নিয়ে যে কাজ করা হচ্ছে তাও আপনাদের জন্য একটি বড় অনুপ্রেরণা। ক্রীড়া পরিকাঠামো সম্পর্কিত ৪০০ কোটিরও বেশি প্রকল্প এখন উত্তর-পূর্বের উন্নয়নে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দিচ্ছে। ইম্ফল স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি আগামী দিনে দেশের তরুণদের নতুন সুযোগ প্রদান করবে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'জাতীয় যুব উৎসবকে আরও কার্য্যকর করতে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। রাজ্য স্তরে অনুষ্ঠিত গেম টুর্নামেন্টগুলি কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা থেকে যায় না। আমাদের এটি ঘনিষ্ঠভাবে পর্য্যালোচনা করা দরকার। যখন চারদিক থেকে প্রচেষ্টা চালানো হবে, তখনই কেবল ভারত নিজেকে একটি শীর্ষস্থানীয় ক্রীড়া দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে।'

স্বস্তির বর্ষণ শহর ও শহরতলিতে, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে ভিজল দক্ষিণবঙ্গ

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : প্রতীক্ষিত বৃষ্টিতে ভিজল তিলোত্তমা, বর্ষণে প্রাণ ফিরে পেল শহরতলিও। স্বস্তি পেল গোটা দক্ষিণবঙ্গ। সোমবার দুপুরে বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে ভিজেছে দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা। বৃষ্টি হয়েছে দিঘাতেও।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই। রবিবার সারাদিন ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও, ভারী বৃষ্টির দেখা মেলেনি। কিন্তু, সোমবার দুপুরের পর থেকেই আবহাওয়া বদলে যায়। দুপুর ১২টার পর শহরের আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখা যায়। আর তার পরই বৃষ্টি নামে শহরের বিভিন্ন এলাকায়। বৃষ্টি হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী বুধবার পর্য্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে বইতে পারে দমকা হাওয়া। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত উত্তরের সব জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে বইতে পারে দমকা হাওয়া।

দুটি ট্রলারের সংঘর্ষে আগুন জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত ৩

বারমের (রাজস্থান), ২৪ এপ্রিল(হি.স.) : সোমবার ভোরে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। ঘটনাস্থল রাজস্থানের বারমের জেলার গুড়ামালানি এলাকা। দু''টি ট্রলার একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পরই তাতে আগুন ধরে যায়। এই ঘটনায় অপর একজনকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে খবর। ট্রলারগুলি আগুনে পুড়ে গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ট্রলারটি বিকানের থেকে নিত্তি ভর সাঁচোরের দিকে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় ট্রেলারটিতে টাইলস ভরা ছিল। গুড়ামালানি আলপুরা হাইওয়ের কাছে দু''টি ট্রেলারের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। আগুনে তিনজন মারা গেলেও একজন ট্রলার থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচান। তবে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই দুর্ঘটনার জেরে হাইওয়েতে যানজটের সৃষ্টি হয়। জ্বলন্ত ট্রলারের বিশাল অগ্নিশিখা যান চলাচলে বিঘ্নিত হয়। যার ফলে হাইওয়ের দু''পাশে যানজটের সৃষ্টি হয় ।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। দুর্ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি নিহতদের নাম জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মৃদু ভূমিকম্প মেঘালয়ের পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলায়, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

শিলং, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : পনেরো ঘণ্টার মধ্যে ফের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠছে মেঘালয়। এবং পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলা ও সংলগ্ন এলাকায় সংঘটিত হয়েছে ভূমিকম্প। আজ সোমবার সকাল ০৭:৪৩টায় রিখটার স্ক্যালে ৩.৫ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে আতংকের সৃষ্টি হয় পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলা ও সংলগ্ন এলাকায়। তবে ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, আজ সকাল ০৭টা ৪৩ মিনিটে সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলা (মেঘালয়)-র ভূগর্ভের ৫ কিলোমিটার গভীরে।

প্রসঙ্গত, গতকাল রবিবার মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল মেঘালয়ের দক্ষিণ গারোপাহাড় জেলা ও সংলগ্ন এলাকা। এদিন বিকাল ০৪:৩৩:৩৩টায় রিখটার স্ক্যালে ৩.৫ প্রাবল্যের ভূমিকম্প হয়েছে দক্ষিণ গারোপাহাড় জেলায়।

সাম্প্রতিককালে ঘন ঘন ভূমিকম্প হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে। গত ১৭ এপ্রিল ৩.৭ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল অসমের রাজধানী গুয়াহাটি ও তার পার্শবর্তী অঞ্চল। তার আগের দিন ১৬ এপ্রিল মণিপুরে ৩.৬ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে। এভাবে ২০ ফেব্রুয়ারি ৩.৬ প্রবল্যের ভূমিকম্পে কেঁপেছে মণিপুরের তামংলং জেলা ও পার্শবর্তী অঞ্চল। অনুরূপভাবে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ৩.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলা। এছাড়া ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯-টা ২৬ মিনিট ২৯ সেকেন্ডে কেঁপে উঠেছিল শিলং সহ রাজ্যের পূর্ব খাসি পাহাড় জেলার বিভিন্ন এলাকা। ওই দিন সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্ক্যালে ৩.৯ ধরা পড়েছিল। এভাবে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮ ঘণ্টার মধ্যে ৪.০ প্রাবল্যের দ্বিতীয় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল মধ্য অসমের হোজাই জেলা সদর এবং সিকিমের ইউকসোম শহর।

দু''দিক খুলে দেওয়া হয়েছে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ২৪ এপ্রিল(হি.স.) : সোমবার দুদিকে ছোট যান চলাচলের জন্য জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় মহাসড়ক খুলে দেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তাদের মতে, হালকা যান জম্মু থেকে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর থেকে জম্মুতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

শ্রীনগর থেকে জম্মু অভিমুখে ভারী যানবাহন পাশ করার পরই পাঠানো হবে। এরপর নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িগুলো যেতে দেওয়া হবে। অন্যদিকে মুঘল মার্গ পরিষ্কারের কাজও চলছে। শিগগিরই এই রুটটি যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

মোদী পদবি মামলায় রাহুলকে স্বস্তি দিল পাটনা হাইকোর্ট, নিম্ন আদালতের রায়ে স্থগিতাদেশ

পাটনা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : 'মোদী পদবি' মামলায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে স্বস্তি দিল পাটনা হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়ে আগামী ১৫ মে অবধি রাহুলকে স্বস্তি দিয়েছে পাটনা হাইকোর্ট। বিজেপি নেতা সুশীল কুমার মোদীর আইনজীবী এস ডি সঞ্জয় বলেছেন, 'পাটনার নিম্ন আদালত তাঁকে ১২ এপ্রিল আদালতে হাজির হয়ে নিজের মামলা উপস্থাপন করতে বলেছিল। নিম্ন আদালতের সেই রায়ের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধী পাটনা হাইকোর্টে নির্দেশ বাতিলের আবেদন করেন। আদালত আমাকে এই বিষয়ে আমার যুক্তি রাখতে বলেছে।'

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে বিহারের তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী রাহুলের বিরুদ্ধে 'মোদী পদবি' নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন। কংগ্রেস নেতাকে আদালত ওই বছর ৬ জুলাই জামিনও দিয়েছিল।

নগাঁওয়ের রূপহিহাটে ড্রাগস সহ পাচারকারী আটক

নগাঁও (অসম), ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছে নগাঁও পুলিশও। গতকাল রবিবার রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পিছু ধাওয়া করে রূপহিহাটের বরতল এলাকা থেকে পুলিশ এক ড্রাগস পাচারকারীকে আটক করেছে। এর সঙ্গে পাকড়াও করেছে শহিদুল ইসলাম নামের ড্রাগস পাচারকারীকে। পুলিশের হাতে ধৃত মাদক কারবারি তেজপুরের ভোজখিয়া এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ তার কাছ থেকে উদ্ধার করেছে ১২.৩৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ৫০টি প্লাস্টিক কন্টেইনার।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের মোবাইল হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কল লিস্ট খতিয়ে দেখে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। মাদক পাচারে জড়িত অন্যদের তদন্তের আওতায় নিয়ে আসা হবে বলে পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন।

বাকসার বরনদি থেকে ১৪টি বালু উত্তোলনের মেশিন বাজেয়াপ্ত

বাকসা (অসম), ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : বাকসা জেলার তামুলপুরের ঢেকিপোতা এলাকার বরনদি থেকে ১৪টি বালু উত্তোলনের মেশিন বাজেয়াপ্ত করেছেন বন আধিকারিকরা। আজ সোমবার সকালে স্থানীয় বন বিভাগের আধিকারিক-কর্মচারীরা অভিযানে নামলে উত্তেজনার সৃষ্ট হয়। জানা গেছে, নীতি বহির্ভূতভাবে একাংশ মেশিন চালানোর অভিযোগ পেয়ে আজ অভিযানে নেমেছিল বন বিভাগ।

বনকর্মীদের কাছে পেয়ে স্থানীয় অনেকে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন আজ। আর এতে উত্তেজনা ছড়ায়।

বন বিভাগের জনৈক আধিকারিক জানান, এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। আজ ১৪টি বালু উত্তোলনের মেশিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বালু উত্তোলনের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, জানান আধিকারিক।

রাজ্য সরকার আড়াল করার চেষ্টা করছে, কালিয়াগঞ্জের ঘটনায় মন্তব্য প্রিয়ঙ্ক কানুনগোর

কালিয়াগঞ্জ, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জে রাজবংশী নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের (এনসিপিসিআর)-এর চেয়ারপার্সন প্রিয়ঙ্ক কানুনগো। সোমবার সকালে কর্ণজোড়ার সার্কিট হাউসে রাজ্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এনসিপিসিআর-এর চেয়ারপার্সন প্রিয়ঙ্ক কানুনগো। বৈঠক শেষে বেরিয়ে প্রিয়ঙ্ক বলেছেন, রাজ্য সরকার আড়াল করার চেষ্টা করছে। এনসিপিসিআর-এর চেয়ারপার্সন প্রিয়ঙ্ক কানুনগো বলেছেন, 'আজ আমরা ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করেছি। চিকিৎসকদের ইনপুট, পুলিশের ইনপুট এবং পারিবারিক ইনপুটের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মামলার সঠিক তদন্ত হয়নি। আমরা আমাদের রিপোর্টে এই সমস্ত পয়েন্ট উল্লেখ করব এবং ভারত সরকারের কাছে জমা দেব। রাজ্য সরকার বিষয়টি আড়াল করার চেষ্টা করছে। এটি একটি পাচার মামলা হতে পারে।'

ইসলামপুরে আপ ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসের চাকায় আগুন, বড় বিপদ থেকে রক্ষা

ইসলামপুর,২৪ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের গাইসাল স্টেশনের কাছে কামাখ্যাগামী আপ ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসের চাকায় আগুন। সোমবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। যদিও অল্পের জন্য বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে কামাখ্যাগামী আপ ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস।

এদিন সকালে উত্তর দিনাজপুরের গাইসাল স্টেশনের কাছে ট্রেনের চাকায় হঠাৎই আগুন লেগে যায়। ট্রেনটি পাটনার রাজেন্দ্রনগর থেকে কামাখ্যা যাচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই ট্রেন থামিয়ে অত্যাধুনিক অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থার সাহায্যে আগুন নেভানো হয়।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : পুরসভার নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এ বার সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য। সোমবার ওই মামলাটি শুনবেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ।

রাজ্য শিক্ষক এবং অশিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় আগেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। গত শুক্রবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশে বলেন, চাইলে অয়ন শীলের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া নথির ভিত্তিতে পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করতে পারবে সিবিআই।

নিয়োগ দুর্নীতির অন্যতম অভিযুক্ত হুগলির বাসিন্দা অয়নের বাড়িতে তল্লাশির সময় পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত নথি পায় ইডি। তাতে তদন্তকারীরা দাবি করেন বেশ কয়েক'টি পুরসভায় নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। যার মূল হোতা ছিলেন এই অয়ন। বিষয়টি সিবিআইকে জানায় ইডি। এর পর এই দুর্নীতির তদন্ত করতে চেয়ে আদালতে আবেদন করে সিবিআই।

ট্রাক্টর উলটে মৃত্যু ২ শ্রমিকের

কিশনগঞ্জ, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : বিহারের কিশনগঞ্জের পিছলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহম্মদপুর গ্রামে ট্রাক্টর উলটে প্রাণ গেল দুই কৃষি শ্রমিকের। সোমবার সকালে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২১ জন শ্রমিক। আহতদের মধ্যে আটজনের অবস্থা আশংকাজনক। হতাহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিশনগঞ্জ জেলা হাসপাতালে।

কিশনগঞ্জের পিছলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মুখিয়া মহম্মদ মাহফুজ আলম জানান, এই দিন সকালে ২৩ জন নারী ও পুরুষ কৃষি শ্রমিক গ্রামের অদূরে মহানন্দা নদীর চরে ট্রাক্টরে চেপে ভুট্টার ক্ষেতে ফসল তুলতে যাচ্ছিলেন।

অপরূপার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি বিজেপির, মামলার অনুমতি আদালতের

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : হুগলির আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারে লেটার হেডে গ্রুপ সি নিয়োগে চাকরিপ্রার্থীদের সুপারিশ করা হয়েছে! তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে এবং সিবিআই তদন্ত চেয়ে সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা সেই মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন।

তরুণজ্যোতির দাবি, গ্রুপ সি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে অপরূপার। গ্রুপ সি নিয়োগের সময় তাঁর লেটারহেডে নাকি অযোগ্য প্রার্থীদের চাকরির সুপারিশ করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই উচ্চ আদালতে সিবিআই তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন তরুণজ্যোতি। বুধবার সেই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

খেলতে-খেলতে পাঁচতলা বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গেল ৯ বছরের অনীশ

হাওড়া, ২২ এপ্রিল (হি. স.) : রবিবার রাত্রিবেলা রাত সাড়ে ন''টা নাগাদ পিলখানার ফকিরবাগান লেনের পাঁচতলা বাড়ির ছাদে খেলা করছিল কয়েকজন বাচ্চা ছেলে। তাদের একজন আচমকা পড়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, আহত বালকের নাম অনীশ কুমার ঝা (৯)। দুর্ঘটনার সময় এলাকার কয়েকজন যুবক তখন রাস্তার ধারে বসে আড্ডা মারছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ছুটে আসেন। আহত অবস্থায় অনীশকে তারা হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছে সে। ঘটনার পর এলাকায় পৌঁছয় গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তারা। সোমবার এই ঘটনায় ঝা-পরিবারে এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে রয়েছে রীতিমত উদ্বেগ।

স্বস্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট, লখিমপুর খেরি মামলায় ১১ জুলাই অবধি অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন আশিস

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে ফের স্বস্তি পেলেন লখিমপুর খেরি হিংসা মামলার প্রধান অভিযুক্ত আশিস মিশ্র। সোমবার আশিস মিশ্রকে আগামী ১১ জুলাই অবধি অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট। উল্লেখ্য, উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের হত্যায় অভিযুক্ত আশিস মিশ্র। তিনি আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্রর ছেলে।

এর আগে চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি আশিসকে শর্তসাপেক্ষে ৮ সপ্তাহের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, জামিনে মুক্তি পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে উত্তর প্রদেশ ছাড়তে হবে। পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে এবং কোথায় থাকছেন তা আদালতকে জানাতে হবে। সোমবার আশিসের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন ১১ জুলাই পর্য্যন্ত বাড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

গোলোকগঞ্জে ব্রয়লার মুরগি বোঝাই টাটা ডিআই বাজেয়াপ্ত

ধুবড়ি (অসম), ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : রাজ্য সরকারের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও রাজ্য জুড়ে অব্যাহত রয়েছে বহিঃরাজ্য থেকে ব্রয়লার মুরগির আমদানি।

গতকাল রবিবার রাতে ধুবড়ি জেলার গোলকগঞ্জ পুলিশের এক অভিযানে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে একটি টাটা ডিআই গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে। পার্শবর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমদানি করে গ্রামীণ সড়ক ধরে অসমে প্রবেশ করে বঙাইগাঁও অভিমুখে যাওয়ার সময় গোলকগঞ্জ থানার পুলিশ জাতীয় সড়কে এএস ১৬ এসি ৩৮৯১ নম্বরের টাটা ডিআই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে।

জানা গেছে, গতকাল রাতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অসমে প্রবেশ করেছে নিষিদ্ধ ব্রয়লার মুরগি বোঝাই একাধিক পিকআপ ভ্যান। স্থানীয় পুলিশকে ম্যানেজ করে একাধিক সিন্ডিকেট চক্র অসমের বিভিন্ন প্রান্তে নিষিদ্ধ ব্রয়লার মুরগি পাচার করার অভিযোগ রয়েছে।

মেটেলিতে হাতির হানায় ভাঙল শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের রান্নাঘর সহ তিনটি শ্রমিক আবাস

চালসা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের আইভিল চা বাগানের ডাঙ্গি ডিভিশনে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের রান্নাঘরে হামলা চালাল দাঁতাল। পালিয়ে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন কয়েকজন। পাশাপাশি এলাকার তিনটি শ্রমিক আবাসও গুঁড়িয়ে দেয় হাতি। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি।

জানা গেছে, গভীর রাতে সংলগ্ন খরিয়ার বন্দর জঙ্গল থেকে একটি হাতি বের হয়ে আসে ডাঙ্গি ডিভিশন এলাকায়। হাতিটি প্রথমে এলাকার শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের রান্নাঘরে হামলা চালায়। দেওয়াল ভেঙে ঘরে মজুত চাল সাবার করে। এরপর হাতিটি চলে যায় সংলগ্ন পুনিয়া লাইন শ্রমিক মহল্লায়। সেখানে স্থানীয় হীরালাল খেড়িয়া, সুভাষ মিঞ্জ ও রেনু ওরাওঁয়ের শ্রমিক আবাসে হামলা চালায় হাতি। আবাস ভেঙে, ঘরে মজুত খাবার সাবার করে। নষ্ট করে ঘরের আসবাবপত্র সহ যাবতীয় সামগ্রী। রাতেই খুনিয়া স্কোয়াডের কর্মীরা খবর পেয়ে এলাকায় গিয়ে হাতিটিকে ফের জঙ্গলে পাঠায়। বিষয়টি ব্লক প্রশাসনকে জানানো হবে। এদিকে শ্রমিক আবাসের ক্ষতিগ্রস্তরা যাবতীয় ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। বাগানের তরফে অবশ্য শ্রমিক আবাস মেরামতের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়। বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, যেসব জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার জন্য ক্ষতিপূরণের আবেদন করা হলে, বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হবে।

হরিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে যোগ দিতে কারনাল পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

হিসার (হরিয়ানা), ২৪ এপ্রিল(হি.স.) : হরিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে যোগ দিতে আজ দুপুরে কারনাল পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান, রাজ্যপাল তথা আচার্য বন্দারু দত্তাত্রেয় এবং হরিয়ানার মুখমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর।

সরকারী সূত্রে খবর, আজ কারনালে ভারতীয় কৃষি গবেষণা অনুষদ জাতীয় দুগ্ধ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ঊনবিংশ-তম সমাবর্তনে যোগ দেবেন তিনি। এছাড়াও, হিসারে চৌধুরী চরণ সিং হরিয়ানা কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫-তম সমাবর্তনে যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি। সমাবর্তনে প্রধান অতিথি থাকবেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন চ্যান্সেলর তথা গভর্নর বান্দারু দত্তাত্রেয়। বিশেষ অতিথি থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল এবং বিশেষ অতিথি থাকবেন কৃষিমন্ত্রী জেপি দালাল।

সমাবর্তনে ৮৬৫ গ্রাজুয়েটকে ডিগ্রি প্রদান করা হবে। ১ অগাস্ট, ২০২১ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষা শেষ করেছে, তাদের মধ্যে ২৯০ জনকে স্নাতক, ৪৪৭ জনকে স্নাতকোত্তর এবং ১২৮ জনকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হবে। এছাড়াও ১২৪জন সেরা পারফরম্যান্স শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য ড্রেস কোড নির্ধারণ করা হয়েছে।

আদালতে হাজিরার আগে আংটি খুলে ফেললেন প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : সোমবার ফের আদালতে তোলা হয় প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। তখনই দেখা যায়, পার্থবাবুর হাতে থাকা আগের আংটি আর নেই। আদালতে ঢোকার মুখে আঙুল নেড়েচেড়ে দেখিয়ে তিনি বোঝাতে চাইলেন তিনি আংটি ঘড়ি খুলে ফেলেছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দিল্লিতে যখন আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসবে, তখন জিএসটি পরিবর্তন করা হবে : রাহুল গান্ধী

বেলাগাভি, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : কর্ণাটকের নির্বাচনী জনসভা থেকে জিএসটি-র তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, দিল্লিতে যখন তাঁদের সরকার ক্ষমতায় আসবে, তখন জিএসটি পরিবর্তন করবেন তাঁরা।

সোমবার কর্ণাটকের বেলাগাভির রামদুর্গে একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'দেশের ধনীদের সাহায্য করার জন্যই জিএসটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে-পাঁচটি ভিন্ন কর। এটা খুবই জটিল ট্যাক্স কাঠামো। অর্ধেক মানুষও বুঝতে পারেন না যে তাঁরা কখন এবং কীভাবে এটি ফাইল করতে হবে। বড় ব্যবসার হিসাবরক্ষক আছে, ছোট ব্যবসার নেই। সুতরাং, ছোট ব্যবসা বন্ধ হচ্ছে। যখন আমাদের সরকার দিল্লিতে আসবে, আমরা এই জিএসটি পরিবর্তন করব। একটি ট্যাক্স এবং ন্যূনতম কর থাকবে।'

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন,'আজকাল, লক্ষ্য শুধুমাত্র ২-৩ বিলিয়নেয়ারের উপর, তবে কৃষক, শ্রমিক এবং ছোট বিক্রেতাদের উপর মনোনিবেশ হওয়া উচিত সরকারের.... বিলিয়নেয়াররা সহজেই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পান এবং কিছু ঘটলে তা সহজে মকুব হয়ে যায় কিন্তু কৃষকদের ঋণ কখনই মকুব করা হয় না।

আতিক-আশরাফ হত্যা : তদন্ত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের শুনানি ২৮ এপ্রিল

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন বিধায়ক তথা 'গ্যাংস্টার' আতিক আহমেদ ও তার ভাই আশরাফকে হত্যা মামলার অভিযোগ আগেই গ্রহণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আতিক ও আশরাফ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের আবেদনের শুনানির জন্য সোমবার সুপ্রিম কোর্ট সম্মত হয়েছে। শীর্ষ আদালত বিষয়টি ২৮ এপ্রিল শুনবে বলে জানা গিয়েছে।

পিটিশনটি আইনজীবী বিশাল তিওয়ারি দায়ের করেছেন, যিনি ২০১৭ সাল থেকে উত্তর প্রদেশে ১৮৩টি এনকাউন্টারের তদন্ত চেয়েছেন। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি পিএস নরসিমার আদালতে এই বিষয়ে জরুরি শুনানির দাবি করেছিলেন তিওয়ারি। বিষয়টি ২৮ এপ্রিল তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেন বিচারপতি। এ বিষয়ে আরেকটি আবেদন করা হয়েছে। প্রাক্তন আইপিএস অফিসার অমিতাভ ঠাকুরও সুপ্রিম কোর্টে একটি পিটিশন লেটার দাখিল করেছিলেন যাতে আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের সিবিআই তদন্ত সুপ্রিম কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে করা হয়। অমিতাভ ঠাকুর পিটিশনে বলেছেন, "আতিক আহমেদ এবং তার ভাই অপরাধী হলেও, কিন্তু যেভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছে তাতে এই ঘটনার জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।"

অভিষেকের 'নবজোয়ার যাত্রা', টুইটে মমতার অভিনন্দন

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : তৃণমূল ও অভিষেকের নবজোয়ার যাত্রায় অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী টুইটারে লেখেন, "তৃণমূল নবজোয়ার এ রকম একটি রাজনৈতিক প্রচারাভিযান। আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমস্ত দলীয় কর্মীদের জনসংযোগ যাত্রা শুরু করার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাতে চাই। এই যাত্রা রাজ্য জুড়ে হবে। আমরা তৃণমূলে প্রগতি ও উন্নয়নের একটি নতুন তরঙ্গের সূচনা করার লক্ষ্য নিয়েছি। এর জন্য আমরা বিনীতভাবে এই প্রচেষ্টা সফল করার জন্য বাংলার মানুষের আশীর্বাদ কামনা করছি।"

মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে কোচবিহার-কাকদ্বীপ তৃণমূলের নবজোয়ার যাত্রা। পঞ্চায়েত ভোটের আগে টানা ২ মাস রাস্তায় থাকবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির শক্ত ঘাঁটি উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু হচ্ছে তাঁর জনসংযোগ অভিযান। সোমবার বিকেলেই কোচবিহার পৌঁছচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এবিএন শীল কলেজের মাঠে তৈরি করা হচ্ছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড। মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেবেন অভিষেক। এরপর দিনহাটায় পৌঁছে সেখানেই রাত্রিবাস।

অভিষেক ড্রাইভিং ফোর্সের নেতা, আমরা গাইডিং ফোর্সের নেতা: পার্থ

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : আদালতের ভিতরে সোমবার তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর নতুন কর্মসূচি 'তৃণমূলে নব জোয়ার' জন্য শুভেচ্ছা জানান র্প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদেরও 'গাইডিং ফোর্সের' নেতা বলেও উল্লেখ করেন।

বস্তুত পার্থবাবু তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে দলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দীর্ঘদিন দলের মহাসচিব ছিলেন। রাজ্য মন্ত্রিসভার ক'টি দফতর ছাড়াও দলের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন নানা সময়ে। সেই তুলনায় অভিষেক দলে অনেকটাই নতুন। কিন্তু সূত্রের খবর, তাঁর ফ্ল্যাটে ইডি-র টাকা উদ্ধারের ঠিক পরে পার্থবাবুর বিরুদ্ধে দল ও সরকারের তরফে কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হন অভিষেক। দলের ছয় শীর্ষনেতাকে নিয়ে এ ব্যাপারে সাংবাদিক সম্মেলনও করেন তিনি।

পরে বিষয়টি নিয়ে পার্থবাবু বা তাঁর ঘনিষ্ঠমহল কোনও মন্তব্য করেননি। উল্টে, ক্ষোভ বুকে চেপে রেখে সোমবার রীতিমত প্রকাশ্যে সেই অভিষেকের গুন গাইতে হল পার্থবাবুকে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। সোমবার আলিপুর আদালতে তোলা হয় তাঁকে।

রঙিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় হত এক

রঙিয়া (অসম), ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : মরনফাঁদে পরিণত হয়েছে কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার অন্তর্গত রঙিয়ার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক। জাতীয় সড়কে ছোট-বড় দুর্ঘটনা নিত্যসঙ্গী। ফের এক ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন জনৈক ব্যক্তি।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রবিবার রাতে। নিহত ব্যক্তিকে জনৈক মনোরঞ্জন দাস বলে শনাক্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, সুইফট গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বিপরীত দিক থেকে আগত দুরন্ত একটি বলেরোর ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান মনোরঞ্জন দাস। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় রঙিয়ার চেপতি এলাকায়। ক্ষুব্ধ জনতা অবরোধ গড়ে তুলেন জাতীয় সড়কে।

এদিকে ঘটনার সময় জাতীয় সড়ক ধরে ফিরছিলেন অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। জাতীয় সড়ক অবরোধ হওয়ায় আটকে পড়ে তাঁর গাড়িও। প্রদেশ সভাপতিকে কাছে পেয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন উত্তেজিত জনতা। বিজেপির প্রদেশ সভাপতি কলিতা ট্রাফিক পয়েন্ট গড়ে নিয়মিত একজন পুলিশ মোতায়েন করার প্রতিশ্রুতি দিলে শান্ত হয় পরিস্থিতি। ঘটনার খবর পেয়ে রঙিয়া পুলিশ ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে প্রেরণ করে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ দুটি গাড়ি বাজোপ্ত করেছে পুলিশ।

নীতীশ-তেজস্বীকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানালেন ববি-সুজিত

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের আগে বিরোধী ঐক্য গড়ার তোড়জোড়। সোমবার নবান্নে ছিল মমতা-নীতীশ বৈঠক। বৈঠকে যোগ দিতে নবান্নে পৌঁছে যান নীতীশ-তেজস্বী।

এর আগে পটনা থেকে কলকাতা এসে পৌঁছন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন লালু-পুত্র তেজস্বী যাদব। বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানান রাজ্যের দুই প্রভাবশালী মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও সুজিত বসু। এর পর তাঁদের কনভয় নবান্নে আসে। নবান্নর ফটকে ফুল দিয়ে দু''জনকে অভ্যর্থনায়জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।নবান্নে বৈঠকে বসেন মমতা-নীতীশ-তেজস্বী।

পটনায় বিরোধী বৈঠক ডাকতে নীতিশকে আর্জি মমতার

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : প্রয়াত জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বলেন, "নীতীশজিকে অনুরোধ করছি, আপনি পটনায় একটা বিরোধী বৈঠক ডাকুন।"

বিরোধী জোটের নেতা হিসাবে কাউকে মেনে নিতে তাঁর যে আপত্তি নেই, সে ইঙ্গিত দিয়ে মমতা এ দিন বলেন, "আমাদের মধ্যে কোনও ইগো নেই। আমরা সবাই এক।" একই সঙ্গে বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "বিজেপি হিরো হয়ে গিয়েছে, জিরো হয়ে যাবে।" পাঠ্যসূচি পরিবর্তন- সহ একাধিক বিষয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হন নীতীশও।

আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচন। তার আগে বিরোধী জোট গঠনের প্রস্তুতি হিসাবে নবান্নে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বী যাদবও। বৈঠক শেষে মমতা এবং নীতীশবাবু দু'জনেই বিরোধী ঐক্য আরও জোরদার করার ডাক দেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে মমতা সরাসরি নীতীশবাবুকে বিরোধীদের নিয়ে বৈঠক ডাকার প্রস্তাব দেন।

বিরোধীরা যে এক ছাতার তলায় আসতে প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছে, সেই ইঙ্গিত দিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী, প্রবীণ জেডি(ইউ) নেতা বলেন, "আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েই থাকে। আর অনেক দিন পর এখানে আসার সুযোগ হল।" বৈঠককে 'ইতিবাচক' বলে বর্ণনা করেন তিনি।

স্ত্রীকে দেখতে প্রসূতি বিভাগে ঢুকতে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ইসলামপুর হাসপাতালে

ইসলামপুর,২৪ এপ্রিল (হি. স.) : স্ত্রীকে দেখতে প্রসূতি বিভাগে ঢুকতে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ইসলামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। রোগীর পরিজনকে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল নিরাপত্তা রক্ষীর বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ইসলামপুর থানার পুরাতনপল্লীর বাসিন্দা মীর হায়দার আলি নামে এক ব্যক্তি তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে প্রসূতি বিভাগে চিকিৎসাধীন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। এদিন সকালে তাঁর স্ত্রী সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তাকে ঢুকতে বাধা দেন গেটে থাকা এক নিরাপত্তা রক্ষী। যদিও মীরের দাবি তিনি ভিজিটিং আওয়ার চলাকালীনই এসেছেন। এরপরই তাঁর সঙ্গে বচসা বাধে মীরের। বচসা চলাকালীন আশপাশ থেকে চলে আসেন অন্যান্য নিরাপত্তা রক্ষীরা। সেই সময় আচমকা কোনও একজন বেধড়ক মারধর করে মীরের মাথা ফাটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। মুখে আঘাত লাগে মীরের ৫ বছরের শিশুকন্যারও। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন রোগীর আত্মীয় পরিজনরা। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বরে। খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও এবিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যৌন হেনস্তার অভিযোগে আইনি পথে কুস্তিগিররা, সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল(হি.স.) : যৌন হেনস্তার অভিযোগে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন কুস্তিগিররা। অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করতে হবে কুস্তি ফেডারেশনের সচিব ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে, এই দাবিতে শীর্ষ আদালতে পিটিশন দায়ের হয়েছে। কমনওয়েলথ পদকজয়ী ভিনেশ ফোগাট-সহ সাত মহিলা কুস্তিগির আবেদন জানিয়েছেন শীর্ষ আদালতে।

প্রসঙ্গত, দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পরেও এফআইআর দায়ের হয়নি ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে। তার প্রতিবাদে রবিবার থেকে ফের ধরনা শুরু করেছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় কুস্তিগিররা।

সোমবার জানা গিয়েছে, ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তে নেমেছে দিল্লি পুলিশ। যৌন হেনস্তার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক যে কমিটি গঠন করেছিল, সেই কমিটির রিপোর্ট জানতে চেয়েছে দিল্লি পুলিশ। সেই রিপোর্ট পেলে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে সুবিধা হবে বলেই দাবি পুলিশ আধিকারিকদের। যদিও তদন্ত শুরু করলেও এখনও বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়নি। সেই জন্যই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন এক নাবালিকা-সহ সাত কুস্তিগির।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার দিল্লির কনট প্লেস থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন সাত মহিলা কুস্তিগির। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এক নাবালিকাও। যদিও এখনও এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করেনি দিল্লি পুলিশ। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর দু'দিন কেটে গেলেও কেন এফআইআর করল না দিল্লি পুলিশ, তার জবাব চেয়ে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠিয়েছে দিল্লির মহিলা কমিশন।

পুঞ্চ হামলা সন্ত্রাসীদের সন্ধানে চতুর্থ দিনে আটক ৪০ জনেরও বেশি ব্যক্তি

পুঞ্চ, ২৪ এপ্রিল(হি.স.) : পুঞ্চ সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত সন্ত্রাসীদের খোঁজে সোমবার চতুর্থ দিনের মতো অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এই অভিযানে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিরাপত্তা বাহিনী ৪০ জনেরও বেশি জনকে আটক করেছে। বৃহস্পতিবার পুঞ্চে সন্ত্রাসী হামলার সময় একটি সামরিক গাড়িতে আগুন লেগে পাঁচজন সেনা সদস্য নিহত এবং ষষ্ঠজন গুরুতর আহত হয়, যা এখনও সেনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এলাকায় কর্ডন দিয়ে অনুসন্ধান অভিযান জোরদার করতে তল্লাশি অভিযানে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

একাধিক নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে তল্লাশি অভিযান সোমবার চতুর্থ দিনে প্রবেশ করেছে এবং পুরো এলাকাটি ঘিরে রাখা হয়েছে। এখন পর্যন্ত তদন্তে জানা গেছে যে সেনা সদস্যদের বহনকারী গাড়িতে হামলার আগে সন্ত্রাসীরা ভিম্বার গালি-পুঞ্চ সড়কের একটি কালভার্টের নীচে লুকিয়ে ছিল। একজন স্নাইপার সামনে থেকে সেনাবাহিনীর ট্রাকটিকে লক্ষ্য করে, তার কমরেডরা গুলি শুরু করার আগে এবং বিপরীত দিক থেকে গ্রেনেড ছোঁড়ে। সৈন্যরা পাল্টা গুলি করার সময় পায়নি।

জরুরি পরিস্থিতিতে চারধাম যাত্রীদের এয়ারলিফট করা হবে: ডঃ ধন সিং

দেহরাদুন, ২৪ এপ্রিল(হি.স.) : উত্তরাখণ্ড চারধাম যাত্রার সময় জরুরি পরিস্থিতিতে তীর্থযাত্রীদের এয়ারলিফট করা হবে। এজন্য সব জেলার জেলাশাসক ও চিফ মেডিক্যাল অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চারধাম যাত্রায় ২৯ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও ১৮২ জন চিকিৎসক মোতায়েন করা হয়েছে। যাত্রা রুটে ৪৮টি স্থায়ী এবং ২৩টি অস্থায়ী মেডিকেল ইউনিট কাজ করছে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ ধন সিং রাওয়াত এখবর জানিয়ে বলেন, অতীতে যমুনোত্রীতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে দুই তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরকাশী, রুদ্রপ্রয়াগ এবং চামোলির জেলাশাসক এবং চিফ মেডিকেল অফিসারদের সতর্ক করা হয়েছে। আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কোনও জরুরী পরিস্থিতিতে, তীর্থযাত্রীদের অবিলম্বে এইমস ঋষিকেশ এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ দেরাদুন, শ্রীনগরে এয়ারলিফ করা উচিত, যাতে গুরুতর অবস্থায় তীর্থযাত্রীদের সময়মতো বিশেষজ্ঞ চিকিতকদের দ্বারা উন্নত চিকিৎসা দেওয়া যায়।

তিনি জানান, চারধাম যাত্রা রুটে ৪৮টি স্থায়ী মেডিকেল ইউনিট এবং ২৩টি অস্থায়ী মেডিকেল ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে ২৯ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং ১৮২ জন মেডিকেল অফিসার মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া ১৮২ জন স্টাফ নার্স ও ৯০ জন ফার্মাসিস্টসহ ২৭২ জন প্যারামেডিক্যাল স্টাফ মোতায়েন করা হয়েছে।

নামল পারদ, খুলল নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : বিগত কয়েকদিন ধরে লাগাতার তাপপ্রবাহ এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে ছুটি ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিস্থিতি আগের তুলনায় ভালো হয়েছে। তাই সোমবার থেকে সমস্ত স্কুল কলেজ খুলে গেল।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেই শিক্ষা দফতর থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয় যে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত সরকারি বেসরকারি স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। পাঠ্যক্রম শেষ করার জন্য অনেক স্কুল কলেজে অনলাইন পঠন পাঠন শুরু হয়। গত সপ্তাহে নির্দেশিকা জারি করার সময়ই বলা হয়েছিল তাপপ্রবাহের জন্য এক সপ্তাহের ছুটি দেওয়া হয়েছে। এবার যেহেতু এই মুহূর্তে গরম কমেছে, কিছু জেলায় বৃষ্টির দেখা মিলেছে, স্কুল কলেজ ফের খুলে গেল।

ডিডব্লিওএস কার্যালয়ে

● **প্রথম পাতার পর** ১০টায় তালা ঝোলালেন।প্রমিলা বাহিনীর বক্তব্য হল সরকার পানীয় জলের জন্য গন্ডাছড়া মহকুমায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে অথচ আমাদের কেন এই জল দিচ্ছেনা । শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির চাপে পড়ে ১৫ দিনের মধ্যে জল দেবার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে অফিসের তালা খোলানো হয়। এলাকার জনগণ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ১৫ দিনের মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন। তাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোন ধরনের অবনীত অবনতি ঘটলে প্রশাসনকেই দায়ী থাকতে হবে বলেও তারা হুশিয়ারি দিয়েছেন।

দৈনিক মজরি বৃদ্ধি

● **প্রথম পাতার পর** তিনি আরও জানান, গত পাঁচ বছরে তেঁতুল, বেল, কাঁঠাল, আদা, পান পাতা, লেবু ইত্যাদি বিভিন্ন ক'ষি উৎপাদিত ফল বহির্রাজ্যে এবং বহির্বিশ্বে দপ্তরের উদ্যোগে রপ্তানি করা হয়েছে। এতে ১৮ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

স্কুলের পঠন পাঠন

● **প্রথম পাতার পর** বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি পর্যন্ত বন্ধ রাখতে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সে অনুযায়ী বন্ধ ছিল। সোমবার থেকে আবারো খুলে দেওয়া হয়েছে সমস্ত বিদ্যালয় এবং কলেজ। বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি হার লক্ষণীয়।

কড়া বার্তা পরিবহণ মন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর** প্রতিনিধিদের ত্রিপুরার সুনাম নষ্ট না করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

এদিনের বৈঠকে অটো চালকদের প্রতিনিধিদের তরফ থেকে উত্থাপিত সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন এবং সেগুলোর সমাধানে তাদেরকে আশ্বাস প্রদান করেছেন পরিবহণ মন্ত্রী। আজকের বৈঠকে প্রশাসনের তরফ থেকে আগরতলা বিমানবন্দরে যাত্রী পরিবহনের সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে কঠোর বার্তা দিয়ে পরিবহণ মন্ত্রী বলেছেন, ত্রিপুরার সুনাম কোনোভাবেই ক্ষুন্ন হতে দেওয়া হবে না। নিকট ভবিষ্যতে যদি আবারো কোন ধরনের যাত্রীকে বিমানবন্দরে হেনস্থার অভিযোগ উঠে তাহলে প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ নেবে।

এদিনের বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, পরিবহন দপ্তরের কমিশনার সুব্রত চৌধুরী, আগরতলা বিমানবন্দরের অধিকর্তা কৈলাস চন্দ্র মীণা, ত্রিপুরা পুলিশের আইজি (ক্রাইম ও ইন্টিলিজেন্স) এল. ডার্লিং, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, বিমানবন্দরের নিরাপত্তার সাথে সম্পৃক্ত সিআইএসএফের মেজর ধর্মেন্দ্র সাঁই সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

কাজ করছে সরকার : প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** ছড়ি এডিসি ভিলেজে বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এক প্রশাসনিক ও স্বাস্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় উপস্থিত জনগনকে সচেতন করা হয়। শিবিরে ৯৬ জন সায়ী বসবাসের শংসাপত্রের জন্য আবেদন জানিয়েছেন বলে জানান মহকুমা শাসক রতন ভৌমিক। শিবিরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে উন্নয়নের কাজকর্মের পর্যালোচনা করা হয় বলেও জানান মহকুমা শাসক। শিবিরে অতিরিক্ত মহকুমা শাসক আশিষ বিশ্বাস ও ঋষ্যমুখ ব্লকের বিডিও জয়ন্ত দে ও উপস্থিত ছিলেন।

জেলার ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের ১২ টি পঞ্চায়েত ও ১ টি এডিসি ভিলেজের বিশেষ গ্রাম সভায় বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ঞ্জন্ড্ক্ষ্ম ন্স্ত্রনন্তুত্রন্স পর্যালোচনা ও স্বাস্য কর্মীরা রোগীদের নানান পরামর্শ ও ঔষধ বিলি করেন বলে জানান ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের বিডিও কাবেরী নাথ। বকাফা ব্লকের ৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১৪টি ভিলেজে আজ বিশেষ গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত হয় বলে জানান বকাফার বিডিও ধৃতিশেখর রায়।

এদিকে, করবুক ব্লকের ২২টি এডিসি ভিলেজে এবং শিলাছড়ি ব্লকের ৮টি এডিসি ভিলেজে আজ ৩১তম জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উদযাপন করা হয়। করবুক ব্লকের মূল অনুষ্ঠানটি হয় ব্লকের বিএসি হলে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এডিশনাল বিডিও রনতোষ কুমার দেব। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক কুমুদ রঞ্জন দাস, বিভিন্ন ভিলেজের আরপিএম, ভিলেজ সেক্রেটারি সহ স্ব সহায়ক দলের সদস্যগন। এই দিবসকে লক্ষ্য করে ব্লক প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির, আধার আপডেশন, ডিজিটাল পেমেন্ট পরিষেবা প্রদানের পদ্ধতি ইত্যাদি। এছাড়া বিএসি হলে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। সেখানে অতিথিগণ জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সকলের সামনে তুলে ধরেন। অনুরূপ ভাবে শিলাছড়ি ব্লকে কনফারেন্স হলে শিলাছড়ি ব্লক ভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিএসি চেয়ারম্যান থৈঙ্গ মগ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিডিও পাচাল দেববর্মা, এডিশনাল বিডিও অশোক দেববর্মা সহ বিভিন্ন ভিলেজের সেক্রেটারি ও আরপিএমগণ। এ উপলক্ষ্যে শিলাছড়ি মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য শিবির। এছাড়াও বার্থ সার্টিফিকেট, ডেথ সার্টিফিকেট সহ জবকার্ডও নাগরিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

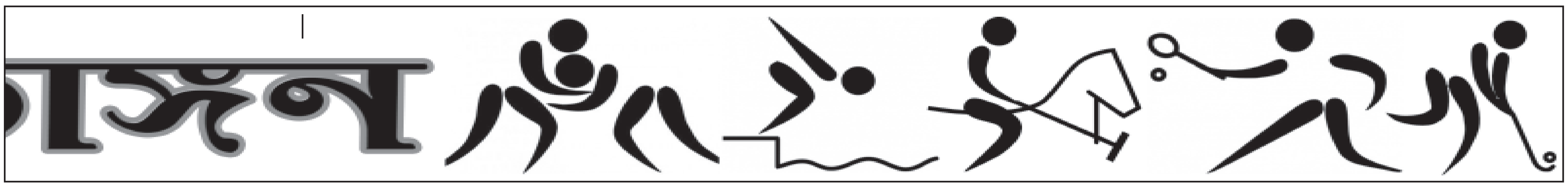

দিনের আলোতে শেষ টি-২০ ট্রফি ঘরে তুলতে মরিয়া স্ফুলিঙ্গ-ফ্রেন্ডস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। দিনের আলোতে এবার-ই শেষ টি-টোয়েন্টি ফাইনাল। খেতাব দখলের মহারণও বলা যেতে পারে। আগামী মরশুমে নিশ্চয়ই ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ফাইনাল এমবিবি স্টেডিয়ামে ফ্লাডলাইটে হবে। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে অগণিত দর্শকও থাকবে। এমনটাই প্রত্যাশা ক্রিকেট মহলের। সেই প্রেক্ষাপটেই বলা হচ্ছে, আগামীকাল দিনের আলোতে টিসিএ আয়োজিত ঘরোয়া টি-টোয়েন্টির শেষ ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। স্ফুলিঙ্গ বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর ম্যাচ। সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ। আগামীকাল সকাল ৯ টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে এই খেতাবি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্ফুলিঙ্গ মূলতঃ ত্রি-মুকুটের দাবিদার হলেও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস মরিয়া হয়ে আছে প্রথম ট্রফি ঘরে তোলার জন্য। ক''দিন আগে বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে রানার্স খেতাবে মন ভরতে হয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। পরে তপন মেমোরিয়াল নক আউট ক্রিকেটে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে সেমিফাইনালে কসমপলিটনের কাছে হেরে ছিটকে যেতে হয়েছিল। ফাইনালে জয়ী হয়ে স্ফুলিঙ্গ দ্বি-মুকুট পেয়েছিল। এবারকার আসরে সেমিফাইনাল ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ ৫৩ রানের ব্যবধানে জেসিসি-কে হারিয়ে এবং অপর সেমিফাইনালে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৮ উইকেটের ব্যবধানে কসমোপলিটন-কে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। আজ, সোমবারও খেলোয়াড়রা হালকা প্র্যাকটিস করে নিয়েছে। প্রশিক্ষকরাও শেষসময়ের টিপস দিয়েছেন নিজ দলের খেলোয়াড়দের। দুই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দল পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে বলে ফাইনাল ম্যাচটিকে ঘিরে টানটান উত্তেজনাও রয়েছে ক্রিকেট মহলে।

ছুটির দিন না হলেও বেশকিছু সংখ্যক ক্রিকেটপ্রেমী মাঠে খেলা দেখতে আসবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

মনিপুরে চিন্তন শিবিরে ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। অঙ্গীকার প্রচুর। এখন সেগুলো বাস্তবায়িত হলে সত্যিই নিঃসন্দেহে ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসার ঘটবে প্রত্যাশিতভাবেই। দুই দিনের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তন শিবির শুরু হয়েছে মণিপুরের ইম্ফলে। চলবে আগামীকাল পর্যন্ত। উত্তর-পূর্বে খেলাধুলা সংক্রান্ত চলমান উদ্যোগগুলি যথেষ্ট অনুপ্রেরণা স্বরূপ। ৪০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো সম্পর্কিত প্রকল্প গুলো আজ উত্তর-পূর্বের উন্নয়নে একটি নতুন দিক নির্দেশ দিচ্ছে। উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এ কথাগুলো ব্যক্ত করার পাশাপাশি ইম্ফলে জাতীয় ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় অদূর ভবিষ্যতে যেমন দেশের যুবকদের নতুন সুযোগ দেবে, তেমনি উত্তর-পূর্বের প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে দুটি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র এবং প্রতিটি রাজ্যে খেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এক্সিলেন্স স্থাপন করা হচ্ছে বলেও তিনি ব্যক্ত করেন। গুরুত্বপূর্ণ এই চিন্তন শিবিরে ত্রিপুরার যুব কল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় সহ দেশের প্রায় সব কটি রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরও তাতে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সম্বোধনের মধ্য দিয়ে মনিপুরে শুরু হওয়া সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রিসমূহের দুই দিবসীয় চিন্তন শিবিরের প্রথম দিনে আজ, সোমবার রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় ওনার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছেন। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তহবিল বাড়ানো, বিদ্যালয় স্তরে খেলাধুলাকে আরো বেশি উৎসাহিত করা, বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন, বালিকাদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বাড়ানো, পেশাদারিত্ব, প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রতিযোগিতামূলক আসরের উপর জোর দেওয়া সহ অন্যান্য বিষয়ের উপর ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রীরায় আলোকপাত করেন। ত্রিপুরায় ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে আগামী দিনে এই বিষয় সমূহ অনেকটা সহায়ক হবে বলে ক্রীড়া মহলের ধারণা।

আইপিএল-এ কোহলির অন্যরকম সেঞ্চুরি, বিশেষ কৃতিত্ব বিরাটের

বেঙ্গালুরু, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে অন্যরকম শতক করলেন বিরাট কোহলি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর এই ক্রিকেটার তৃতীয় ফিল্ডার হিসেবে ১০০ ক্যাচ ধরার নজির গড়েছেন। তার আগে ১০০ ক্যাচ ধরেছেন সুরেশ রায়না ও কাইরন পোলার্ড। চিন্নাস্বামীতে রবিবার রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে শূন্য রানে কোহলি আউট হলেও ফিল্ডিংয়ে অনবদ্য মাইলফলক স্পর্শ করেছেন কোহলি। আরসিবির প্রথম এবং আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় ফিল্ডার হিসেবে ১০০ ক্যাচ ধরার নজির গড়েন কোহলি।

রাজস্থানের ইনিংসে ডেভিড উইলির বলে দেবদূত পাডিকালের ক্যাচ ধরা মাত্রই বিরাট আইপিএলে ১০০ ক্যাচের মাইলফলস স্পর্শ করেন। প্রতিযোগিতাটির ২৩০ ম্যাচে কোহলির মোট ক্যাচসংখ্যা এখন ১০১। উইকেটকিপারদের বাদ দিলে এই মুহূর্তে আইপিএলে তৃতীয় সর্বোচ্চ ক্যাচ ধরার কৃতিত্ব রয়েছে কোহলির দখলে। আইপিএলের ইতিহাসে উইকেটকিপার ছাড়া সবচেয়ে বেশি ক্যাচ ধরার রেকর্ড সুরেশ রায়নার দখলে। ২০৫ ম্যাচে তিনি ধরেছেন ১০৯ ক্যাচ।

SHORT-NOTICE INVITING TENDER

Tender in plain paper in sealed cover super scribed "Tender for Stationary Articles" for the Financial year 2023-24 are invited on behalf of the Govt. of Tripura from the registered Co-operative Societies / Bonafied and responsible Govt. order suppliers for the Office of the Supdt. of Agriculture, Teliamura Agri. Sub-Division. The Tenderer should quote their rate both in figures and words in the Tender form. Tender will be received on 08/05/2023 from 11.00 AM to 3.00 PM & will be opened on same day if possible.

List of the Stationary Articles & details related to terms & condition etc. may be obtained from Office of the undersigned on any working day from 11.00 AM to 3.00 PM.

ICA/C-218/23

(Dr. Subrata Ray)
Supdt. of Agriculture
Teliamura Agri. Sub-Division
Teliamura, Khowai Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/04/2023-24 Dated: -20/ 04 /2023

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	DNIT No.: EE-IED/UDP/04/ 2023-24	₹ 7,67,028.00	₹ 15,341.00	45 Days	Up to 15.00 Hrs. on 10/05/2023	At 15.30 Hrs. on 10/05/2023	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-217/23

(ER. AMIT DEBBARMA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.
Mobile: 9402162303

PNIeTNo, 02-09 /EE/DWS/BLG/2023-24 dated 19/04/2023

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites on line percentage rate single bid from eligible bidders up to 15.00 hrs. 11/05/2023 for (i). " Supplying of drinking water by mechanical carrying to the different distress pockets under Nalchar & Mohanbhog Block, Jampuijala (Gr.I. & Gr.II) , Bishalgarh (Gr.1.), Charilam (Gr.I)" (ii).Reparing & rewinding of different capacity damaged/ burnt submersible motor of Jampuijala RD Block & Kathalia RD Block.

For details please visit https://tripuratenders.gov.in and https://etenders.gov.in / eprocure / app. or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarhfor clarifications. if any.

(Er.A.B.Chaudhury)
Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

ICA/C-215/23

PNIeT No :0 EE/CCD/PWD/2023-24 Dated. 18/04/2023

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD (Buildings), Capital Complex, Agartala, West Tripura on behalf of the ' Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State Public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPED/Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Operation and Upkeepment of different pumps and motors at Tripura legislative Assembly and Secretariat building, High Court building, New Raj Bhavan, Newly constructed MLA hostel and Chief Justice Bungalow during the year 2023-24 under PWD Capital Complex Division for 12 (twelve) months. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIeT No: 05 /DNIT/ EE/CCD/PWD/2022-24

Estimated Cost: Rs/- 975918.75 Earnest Money = 19518.00 and Time for completion will be 365 (Three Hundred And Sixty five Days)

Last date & time for online Bidding: 10/05/2023 Upto 3.00 PM

Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura

ICA/C-208/23

PUBLIC WUKAS VEPANRLMEINE
NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIe-T No.:-06/EE/DD/PWD(R&B)/2023-24 Dated. 20-04-2023

The Executive Engineer, PWD (R&B)Dharmanagar Division, Dharmanagar North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:-

1. Name of work: "Vertical extension of Trauma Centre building of District Hospital, North Tripura for Construction of 50 Bedded Field Hospital under ECRP-II during the year 2022-23/ SH: Building portion including Internal water supply, sanitary installation, sewage & drainage works. "

DNIeT No.; ACE/PROJECT UNIT/PWD(BUILDINGS)/DNIT/03/2023-24.
Estimated Cost:-Rs/-1,80,05,580.00
Earnest Money:- Rs/-.3,60,112.00
Bid Fee:- Rs/- 8,000.00
Time for completion:-180 (One hundred eighty) Days.
Last date & time for online Bidding: 11-05-2023.upto 3:00 PM.
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-203-23

Eexecutive Engineer
PWD (R&B)
Dharmanagar Division
Dharmanagar,(N) Tripura

সদর বি-র বিদায়, মহিলা ক্রিকেটে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিতে খোয়াই

খোয়াই- ১৪৭/২ সদর 'বি'-৬৪/৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে উঠলো পিযুষ দেবের খোয়াই মহকুমা মহিলা ক্রিকেট দল। মোহনপুরকে হারানোর পর সোমবার কাগুজে কলমে বড় দল সদর 'বি'-কেও অনায়াসে পরাজিত করে খোয়াই মহকুমা। নিপকো মাঠে এদিন খোয়াই জয়লাভ করে ৮৩ রানে। সকালে টসে জয়লাভ করে খোয়াই মহকুমার গড়া ১৪৭ রানের জবাবে সদর 'বি' ৬৪ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের দেবাদ্রিতা দেব এবং অনামিকা দাস ভালো ব্যাটিং করেন। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে খোয়াই মহকুমা নির্ধারিত ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১৪৭ রান করে।

দুই ওপেনার দেবাদ্রিতা দেব এবং অনামিকা দাস ওপেনিং জুটিতে ১১০ বল খেলে ১০২ রান যোগ করে দলকে বড় স্কোর গড়ার দিকে নিয়ে যান। দলের পক্ষে অনামিকা ৫০ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ এবং দেবাদ্রিতা ৫৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪ রান করেন।

এরপর প্রীয়া সূত্রধর এবং মাম্পি দেবনাথ ঝড়ো ব্যাট করে দলকে ১৪৭ রানে নিয়ে যান। প্রীয়া ১১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রানে এবং মাম্পি ৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রানে অপরাজিত থেকে যান। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৬ রান। সদর 'বি'-র পক্ষে দলনায়িকা নিকিতা সরকার (১/৯) এবং স্নেহা দেবনাথ (১/৪৫) উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে খোয়াই মহকুমার বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে তেমনভাবে মাথা তুলেই দাড়াতে পারেননি সদর 'বি'-র ব্যাটসম্যান-রা। দ্রুত হারাতে থাকেন উইকেট।

প্রথম ম্যাচে জয়ের নায়িকা নিকিতা সরকার দ্রুত প্যাভেলিয়নে ফিরতেই চাপ আরও বেড়ে যায় সদর 'বি'-র। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৬৪ রান করতে সক্ষম হয় সদর 'বি'। দলের পক্ষে ওপেনার অশ্মিতা দেবনাথ ৬৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং দেবযানি দেব ২৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। খোয়াই এর পক্ষে হিরামণি গৌর (২/৭) সফল বোলার।

মেঘার অপরাজিত শতকে দুর্দান্ত জয় দিয়ে সূচনা শান্তিরবাজারের

শান্তিরবাজার-১৯০/২(২০) কমলপুর-৩৬/১০(১৮.৪)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। বড় ব্যবধানে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করলো শান্তিরবাজার মহকুমা। ড: বি আর আম্বেদকর মাঠে এদিন ম্যাচে শান্তিরবাজার মহকুমা ১৫৪ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে কমলপুর মহকুমাকে। শান্তিরবাজার মহকুমার গড়া ১৯০ রানের জবাবে কমলপুর মহকুমা মাত্র ৩৬ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের মেঘা সরকার অপরাজিত ১০২ রান করেন। জীবনের প্রথম শতরান এটি মেঘার। নিপকো মাঠে ২৬ এপ্রিল কৈলাসহর মহকুমাকে পরাজিত করতে পারলেই 'বি' গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে শান্তিরবাজার মহকুমা। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে শান্তিরবাজার মহকুমা নির্ধারিত ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে বিশাল ১৯০ রান করে। দলকে পাহাড় সমান রানে নিয়ে যেতে মূখ্য ভূমিকা নেন ওপেনার মেঘা সরকার। তাঁকে যোগ্য সহযোগিতা করেন অপর ওপেনার অনণ্যা দেবনাথ। ওপেনিং জুটিতে দুজন ১০৬ বল খেলে ১৬৭ রান যোগ করেন। অনণ্যা ৪৬ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮ রান করে আউট হলেও অপরাজিত থেকে যান দিনের নায়িকা মেঘা সরকার। করেন চোখ ঝলসানো শতরান। ওই শতরান করতে ৬৬ বল খেলে ১৬ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারি মারেন মেঘা। শেষ পর্যন্ত ১০২ রানে অপরাজিত থাকেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩০ রান। কমলপুরের পক্ষে রুমা দাস (২/২৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে বিশাল রানের নীচে চাপা পড়ে যায় কমলপুর মহকুমা। করে মাত্র ৩৬ রান। দল সর্বোচ্চ ২০ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। দলের কোনও ব্যাটসম্যানই দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দলের ৬ জন ব্যাটসম্যান কোনও রানই করতে পারেননি। শান্তিরবাজারের পক্ষে অনিমা মুড়াসিং (৩/৩), রেবিকা নোয়াতিয়া (২/৭) এবং প্রীয়াঙ্কা নোয়াতিয়া (২/১০) সফল বোলার।

মহিলা ক্রিকেটে তেলিয়ামুড়াকে ১০ উইকেটে হারিয়ে দারুন সূচনা উদয়পুরের

তেলিয়ামুড়া-৪৩/১০(১৩.২) উদয়পুর-৪৪/০(১১.৫)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। সহজ জয় দিয়ে আসর শুরু করলো উদয়পুর মহকুমা। সোমবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে উদয়পুর মহকুমা হেলায় পরাজিত করলো তেলিয়ামুড়া মহকুমাকে। রাজ্য সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে।

নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে এদিন উদয়পুর মহকুমা ১০ উইকেটে পরাজিত করে তেলিয়ামুড়া মহকুমাকে। ২২ গজে ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়ে জয় পায় উদয়পুর মহকুমা। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে উদয়পুরের বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে শুরু থেকেই মুখথুবড়ে পড়ে তেলিয়ামুড়ার ব্যাটসম্যান-রা। দল যদি অতিরিক্ত খাতে ১৬ রান না পেতো তাহলে দলীয় স্কোর ৫০ রানের গন্ডি পার হতো না। দলের পক্ষে একমাত্র ওপেনার মামিতা দেব কিছুটা লড়াই করার মানসিকতা দেখান।

মামিতা ২০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায।এ ১৮ রান করেন। উদয়পুরের বোলারদের সামনে তেলিয়ামুড়ার আর কোনও ব্যাটসম্যান মাথা তুলে দাড়াতেই পারেননি। উদয়পুরের পক্ষে অন্তরা দাস (৩/৮), দলনায়িকা পূজা দাস (২/৮) এবং তনুশ্রী সাহা (২/৯) সফল বোলার।

জবাবে খেলতে নেমে ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করে অনায়াসেই লক্ষ্য অতিক্রম করে নেয় উদয়পুর।

গোমতি জেলার ওই মহকুমাটি ১১.৫ ওভার ব্যাট করে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে পুষ্পরাধা জমাতিয়া ৩১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রানে এবং এঞ্জেল পাল ৪০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রানে অপরাজিত থেকে যান। ২৬ এপ্রিল উদয়পুর মহকুমার দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সাব্রুম মহকুমা। ড: বি আর আম্বেদকর মাঠে ওই দিন সকাল ৯ টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

আগরতলা পুরনিগম

প্রেস বিবৃতি

বিষয় ঃ ভোট অন্ অ্যাকাউন্ট ২০২৩-২৪

অদ্য পুরনিগমের কনফারেন্স হলে এক বর্ধিত সভায় ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের চার মাসের (১লা এপ্রি হতে ৩১শে জুলাই) ব্যয় অনুমোদনের জন্য ভোট-অন-একাউন্ট পেশ করা হয়।

এতে উক্ত সময়ে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪২.১০ কোটি টাকা এবং আয় অনুমিত হয়েছে ১৪১.৮৯ কোটি টাকা। ঘাটতি দেখানো হয়েছে ২১.৫২ লক্ষ টাকা যা সম্পত্তি কর, বাণিজ্য কর ও অন্যান্য উৎস হইতে মেটানো হবে।

প্রসঙ্গত, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের পুর্নাঙ্গ বাজেট পেশ করা হবে জুলাই ২০২৩

তাং- ২৪/০৪

ধন্যবাদান্তে
মেয়র
আগরতলা পুর নিগম

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা আজ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী ম'তি ইরানীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাতের সময় রাজ্যের মহিলা ও শিশুদের কল্যাণে যে সমস্ত প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকে বিবেচনাধীন রয়েছে সেগুলোর অনুমোদনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সাহা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সাক্ষাতের সময় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রসমূহ বন্ধ রয়েছে সেগুলো দ্রত চালু করার বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী অঙ্গনওয়াড়ি সার্ভিস স্কিমের অধীনে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলির সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দেরও অনুরোধ জানান। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার অ্যাসপিরেশনাল ব্লক রইস্যাবাড়ি, শিলাছড়ি এবং গঙ্গানগর আর ডি ব্লকে তিনটি নতুন আই সি ডি এস প্রজেক্ট চালু করার জন্য যে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে তা বিবেচনা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয়মন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী অঙ্গনওয়াড়ি সার্ভিস স্কিমের অধীনে অতিরিক্ত পুষ্টি প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্য সংশোধন এবং হার বৃদ্ধি করা, মহিলা ও শিশুদের জন্য ১০০ শয্যা বিশিষ্ট মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল নির্মাণে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়েছেন।

৬২৭-তম চন্দন যাত্রা উৎসব, চলবে দীর্ঘ ২১ দিন ধরে

হুগলি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : হুগলির মাহেশে শুরু হয়েছে জগন্নাথ দেবের ৬২৭-তম চন্দন যাত্রা উৎসব। ২১ দিন ধরে ঐতিহাসিক এই চন্দন যাত্রা উৎসব চলবে। আগামী ৪ জুন স্নান যাত্রা সম্পন্ন হওয়ার পর ২০ জুন মাহেশের রথযাত্রা উৎসবের সূচনা হবে। একই সঙ্গে নদীয়ার মায়াপুরের ইসকন মন্দিরের চন্দন যাত্রাতেও দেশি ও বিদেশি ভক্তের ঢল নেমেছে। সমাধি মন্দির সংলগ্ন পুষ্করিণী চত্বর বর্ণাঢ্য আলোকমালায় সাজানো হয়েছে।

তুষারপাতের মধ্যেই কেদারনাথ পৌঁছল ভগবান কেদারনাথের উৎসব ডোলি

রুদ্রপ্রয়াগ, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : প্রবল তুষারপাতের মধ্যেই কেদারনাথ পৌঁছল ভগবান কেদারনাথের উৎসব ডোলি। সোমবার ধর্মীয় রীতিনীতি মেনেই কেদারনাথ ধামে নিয়ে যাওয়া হয় ভগবান কেদারনাথের উৎসব ডোলি। আকাশ থেকে হেলিকপ্টারে করা হয় পুষ্পবর্ষণ। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই পুণ্যার্থীদের খুলে যাচ্ছে কেদারনাথ মন্দির। এদিকে, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ এলাকায় আগামী ৭ দিন ভারী তুষারপাত ও বৃষ্টির জন্য সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। পর্যটকরা চারধাম যাত্রার জন্য নিজেদের যাত্রা শুরু করার আগে পাউরি চুঙ্গিতে পুলিশ দল এবং স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারা আবহাওয়ার সতর্কতা সম্পর্কে ক্রমাগত অবহিত করা হচ্ছে। সোমবারই ভারী তুষারপাত হয়েছে কেদারনাথ ধামে।

তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের বিরুদ্ধে মামলা হাইকোর্টে

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল(হি.স.) : এবার তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে। এই অভিযোগ তুলে মামলা করেছেন আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। এ নিয়ে সোমবার তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিচারপতি মামলা করার সম্মতি দিয়েছেন। আগামী ২৬ এপ্রিল সেই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। অভিযোগ, অপরূপা একটি তালিকা দিয়েছিলেন। সেই তালিকায় থাকা প্রার্থীদের নম্বর বাড়িয়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর নিজের প্যাডে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সুপারিশ করেন এই সাংসদ। সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন তরুনজ্যোতি তিওয়ারি। আইনজীবীর দাবি, আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দার স্কুলে গ্রুপ সি-সহ অন্যান্য নিয়োগে জড়িত। কিছুদিন আগে নারদ মামলার অভিযুক্ত অপরূপা পোদ্দার এফআইয়ার থেকে নিজের নাম বাদ দেওয়ার আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ২০১৪ সালের ঘটনা সেটি।

খোয়াইয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দিদিমনিকে তালাবন্দী করলেন এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। একাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর চরম গাফিলতির কারণে মার খাচ্ছে ব্যাবস্থা পনা। সোমবার সকালে খোয়াই ধলাবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ সিধু কানু পল্লী অঙ্গনারী কেন্দ্রে দিদিমণি দেবা সুধা দেবীকে তালা বন্দী করে রেখে ক্ষোভ জানায় অভিভাবকেরা। পরিকাঠামোর উন্নয়ন, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে জোরদার করা-সহ রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাকে ঢেলে যেখানে রাত দিন এক করে কাজ করছে দপ্তর, সেখানে একাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর চরম গাফিলতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

যার কারণে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ক্ষোভ- এ ফেটে পড়েন সাধারণ মানুষ। সোমবার সকালে খোয়াই ধলাবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ সিধু কানু পল্লী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দিদিমণি দেবা সুধা দেবীকে অঙ্গনওয়াডি সেন্টারে তালা বন্দী করে রাখেন এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন যাবত সেন্টারে নিজের মর্জি মাফিক আসেন, এই সেন্টারের শিশুদের জন্য বরাদ্দকৃত খাবারগুলি ঠিকঠাকভাবে দেন না।

পরিবহণমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জিরানীয়া রেল ইয়ার্ডের পরিবহণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। জিরানীয়া রেল ইয়ার্ডের পরিবহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজ জিরানীয়ার অগিবীণা হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া নগর প'ায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জিরানীয়া মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুলাল চন্দ্র দত্ত, এন এফ রেলওয়ের এরিয়া ম্যানেজার তেচি কুমার, পশ্চিম ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য পার্থ সারথি সাহা, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শ্যামল দেবনাথ, রেলওয়ে মন্ত্রকের বিভিন্ন পদস্থ আধিকারিক এবং পণ্য পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত গাড়ির মালিক, ব্যবসায়ীগণ। জিরানীয়ার রেল স্টেশনে বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের ব্যবসায় কিভাবে আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে সেদিক নজর দিতে পরিববহণমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন।

রেলের পণ্য পরিবহণের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা করেন।

বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে বৈঠক করলেন পুর নিগমের মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। সোমবার আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে ডিআইএসই অফিস, পশ্চিম ত্রিপুরার উদ্যোগে সচেতনতামূলক কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা প্রকল্প গুলি সম্পর্কে এদিন আলোচনা করা হয়। সমাজ কল্যাণ ও সামাজিক শিক্ষা দপ্তরের অধীন বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প এবং কর্মসূচির বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচীর পৌরহিত্য করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উপ অধিকর্তা ডাঃ চন্দ্রানী বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। এদিনের আলোচনায় পুর নিগমের মেয়র ইন কাউন্সিলের সদস্য-সদস্যা সহ কর্পোরেটাররা অংশ নেন।

মেয়র জানান সমস্ত প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগরতলা পুর নিগমের সমস্ত ওয়ার্ডের কর্পোরেটাররা দায়িত্ব নিয়ে সহযোগিতা করবে। সুবিধা গুলি প্রকৃত সুবিধা ভোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রীর "মন কি বাত"-এর শততম রেডিও অনুষ্ঠানে অতিথি হবেন জিন্দের সুনীল জাগলান

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল(হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয় অনুষ্ঠান "মন কি বাত"-এর ১০০তম পর্বের অতিথি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন হরিয়ানার জিন্দ জেলার সুনীল জাগলান। জেলার একটি ছোট গ্রাম বিবিপুর থেকে সেলফি উইথ ডটার ক্যাম্পেইন শুরু করে জগলান লাইমলাইটে আসেন।

প্রসার ভারতী মঙ্গলবার থেকে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান শুরু করছে। এতে এমন ব্যক্তিদের সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যাদের প্রধানমন্ত্রী মোদী "মন কি বাত"-এ উল্লেখ করেছেন। জগলনের "সেলফি উইথ ডটার" ক্যাম্পেইন বিশ্বের ৮০টিরও বেশি দেশে পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী "মন কি বাত"-এ চারবার এটি উল্লেখ করেছেন।

জগলন বলেন, তিনি ৯ জুন, ২০১৫ এ "সেলফি উইথ ডটার" ক্যাম্পেইন শুরু করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ২৮ জুন, ২০১৫-এ "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে এটি প্রথম উল্লেখ করেছিলেন। এর পরে, ১৩ নভেম্বর, ২০১৫-এ, প্রধানমন্ত্রী ইংল্যান্ডের ওয়েম্বলি সিটিতে এনআরআইদের সাথে আলাপচারিতার সময় হরিয়ানা এবং "সেলফি উইথ ডটার" প্রচারাভিযানের কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের এতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।জগলান জানিয়েছেন, "মন কি বাত"-এর শততম পর্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে ডাকা হয়েছে। আগামীকাল ২৫ এপ্রিল দিল্লি পৌঁছানোর পরে ২৬ এপ্রিল "মন কি বাত" কনক্লেভের আয়োজন করা হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ২৭ এপ্রিল এই অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত সমস্ত সম্মানিত অতিথিদের রাষ্ট্রপতি ভবন, কর্তব্য পথ এবং প্রধানমন্ত্রীর যাদুঘর ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হবে। ২৯ এপ্রিল দিল্লি থেকে চণ্ডীগড় রাজভবনে পৌঁছবেন। ৩০ এপ্রিল "মন কি বাত" অনুষ্ঠানের ১০০তম পর্বের স্ক্রিনিং হবে। এই সময় হরিয়ানার রাজ্যপাল বান্দারু দত্তাত্রেয় বিশেষভাবে উপস্থিত থাকবেন।

জন্মদিনে এসসিজি বিশেষ সম্মাননা দিল শচীন তেন্ডুলকারকে

সিডনি, ২৪ এপ্রিল(হি.স.) : ভারতের বাইরে শচীন তেন্ডুলকারের প্রিয় ভেন্যু সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড (এসসিজি)। বেশ কয়েকটি উপলক্ষে এ কথা জানিয়েছেন ক্রিকেটের লিটল মাস্টার। সেই এসসিজি শচীনকে জন্মদিনে বিশেষ সম্মাননা জানাল। তার নামে ফটক চালু করেছে স্টেডিয়ামটি। সেখানে স্থান পেয়েছে ব্রায়ান লারার নামও। এসসিজির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৯-২০ মৌসুমে ফটক বানানোর কাজ শুরু করা হয়। ওই সময় একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন শচীন ও তাঁর বন্ধু লারা। এরপর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল শচীনের জন্মদিনে এর উন্মোচন করাই হবে সবচেয়ে ভালো কাজ। ১৯৭৩ সালের আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করা শচীন এসসিজিতে খেলেছেন ১৩ ম্যাচ। এর মধ্যে ৪ ইনিংসে তিন অঙ্কের ঘর ছুঁয়েছেন তিনি। ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন একবার, ২০০৪ সালে। কভার ড্রাইভ ছাড়া শচীনের ওই ইনিংসটিকে অনেকে অন্যতম সেরা ইনিংস বলেও অভিহিত করে থাকেন।

নিখোঁজ স্বামীকে ফিরে পেতে থানায় দ্বারস্থ অসহায় স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। নিখোঁজ স্বামীকে ফিরে পেতে থানায় দ্বারস্থ হয়েছেন অসহায় স্ত্রী। জমি দেখানোর প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছেন অপহরণকারীরা এমটাই অভিযোগ নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের সদ্যসদের। ওই ঘটনায় ছিনাইহানি বৈশ্যপাড়ার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। জানা গেছে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ছিনাইহানি বৈশ্যপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন সন্তোষ দাস। পেশায় তিনি ঠিকেদারের কাজ করতেন। তাঁর স্ত্রীর অভিযোগ, রবিবার সকাল আটটা নাগাদ তিন ব্যক্তি গাড়ি করে জমি দেখানোর কথা বলে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামীকে। এরপর থেকেই এখনো পর্যন্ত তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আরও অভিযোগ করেন, অপহরকারী ৩ ব্যক্তি কিছুদিন আগে তাঁর স্বামীর উপর গুলিও চালিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে প্রাণে মারার হুমকিও দিয়েছিলেন। সন্তোষের সাথে ওই তিনজনের ঠিকেদারী কাজ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঝামেলা চলছিল। তাই তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গেছেন বলে জানান নিখোঁজের স্ত্রী। তিনি বলেন, ২৪ ঘন্টা পার হতে চলেছে কিন্তু এখনো তাঁর স্বামীর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বাধ্য এয়ারপোর্ট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন তিনি। কিন্তু থানায় জানানো হলে পুলিশ তাঁর স্বামীকে খোঁজা শুরু করেনি না বলে অভিযোগ নিখোঁজের স্ত্রীর।

পারিবারিক ঝামেলার জেরে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। পারিবারিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করে ছেলের উপর অভিমান করে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। বিশালগড় ঘনিয়ামাড়া এলাকার বাসিন্দা বিষ্ণু ঘোষ। জানা যায় বাজারেই রয়েছে উনার দোকান। প্রত্যেক দিনের মতো রবিবারও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে ঘনিয়ামাড়া নিজ বাড়িতে আসেন ব্যবসায়ী বিষ্ণু ঘোষ। বাড়িতে এসে পারিবারিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করে নিজের সন্তানের উপর সামান্য অভিমান করেন। রাতে পরিবারের লোকেদের ঘর থেকে বের করে দিয়ে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত ঘরের দরজা ভেঙে বিষ্ণু ঘোষকে নামিয়ে দ্রুত নিয়ে আসেন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক উনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সোমবার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পুলিশের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত করার পর মৃতদেহটি পরিবারে হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ব্যক্তির মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ হরিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু

হিসার (হরিয়ানা), ২৪ এপ্রিল(হি.স.) : আজ সোমবার হিসারে হরিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (এইচএইউ) সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন এবং আশেপাশের এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমাবর্তনে প্রধান অতিথি থাকবেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন চ্যান্সেলর তথা গভর্নর বান্দারু দত্তাত্রেয়। বিশেষ অতিথি থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল এবং বিশেষ অতিথি থাকবেন কৃষিমন্ত্রী জেপি দালাল। দ্রৌপদী মুর্মু তৃতীয় রাষ্ট্রপতি যিনি হিসারে আসছেন। বিকাল সাড়ে ৩টার

ছিনাইহানিতে নিখোঁজ ঠিকেদার, অপহরণের অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। বাড়ি ফিরছে না স্বামী। স্ত্রীর আতঙ্ক স্বামীকে অপহরণ করেছে দুর্বৃত্তরা। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম সন্তোষ দাস, এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত ছিনাইহানি বৈশ্যপাড়ার বাসিন্দা। এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত ছিনাইহানি বৈশ্যপাড়া থেকে নিখোঁজ এক ব্যক্তি। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম সন্তোষ দাস। রবিবার সকালে তিনি নিজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর বাড়িতে ফিরে আসেন নি। নিখোঁজ ব্যক্তি পেশায় ঠিকেদার ছিলেন। ধারনা করা হচ্ছে নিগোসিয়েশান বাণিজ্য নিয়ে সন্তোষ দাসকে অপহরণ করা হয়েছে। নিখোঁজ সন্তোষ দাসের স্ত্রী জানান রবিবার সকালে সন্তোষ দাসের মোবাইল ফোনে একটি কল আসে। কল আসার পর তিনি ছেলে মেয়েকে নিয়ে বাড়ির সামনে রস্তায় যান। রাস্তায় যাওয়ার পর একটি গারি আসে। ছেলে মেয়েকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে সেই গাড়িতে উঠেন সন্তোষ দাস। গাড়িতে আরও তিন জন লোক ছিল। নিখোঁজ সন্তোষ দাসের স্ত্রী বেশ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করে জানান তারাই হয়তো ওনার স্বামীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। কারন তারা পূর্বেও সন্তোষ দাসকে হুমকি দিয়েছিল। ঠিকেদারি কাজ নিয়ে তাদের সাথে সন্তোষ দাসের ঝামেলা ছিল। এয়ারপোর্ট থানায় মিসিং ডায়েরি করা হলেও পুলিশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে না বলে অভিযোগ করেন নিখোঁজ সন্তোষ দাসের স্ত্রী। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনার শিকার জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি চুতিয়া

নগাঁও (অসম), ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : সৌভাগ্যবলে বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন অসমের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি চুতিয়া। আজ সোমবার সকালে দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয় শিল্পীর দামি কার। গতকাল রাতে একটি বিহুর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে নগাঁও জেলার সামাগুড়িতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাঁর ইনোভা গাড়ি।

জানা গেছে, রাতে বিহুর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ করে শিবসাগরে যাচ্ছিছিলেন শিল্পী চুতিয়া। কিন্তু নগাঁও জেলার সামাগুড়ি তিনআলি এলাকায় সড়কে বিপরীত দিক থেকে ভুল পথে আগত একটি যাত্রীবাহী টেম্পুর সাথে ইনোভার মুখোমুখি হলে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। সংঘর্ষে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে কৃষ্ণমনির ইনোভা। দুর্ঘটনায় শিল্পী কৃষ্ণমণি চুতিয়া, ইনোভা ও টেম্পুর চালক আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

বিচারাধীন মামলা নিয়ে সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ জানালেন প্রধান বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় টেলিভিশনে কোনও সাক্ষাৎকার দিয়েছেন কিনা, এবার তা জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে শুক্রবারের মধ্যে এই বিষয়টি হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে সুপ্রিম কোর্টে, সোমবার এমনই নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, "কোনও বিচারপতি বিচারাধীন মামলা নিয়ে কোনও সাক্ষাৎকার দিতে পারেন না। তেমন হলে তিনি মামলার শুনানি করবেন না।' সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, 'যদি বিচারাধীন মামলা নিয়ে কোনও সাক্ষাৎকার দিয়ে থাকেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সেক্ষেত্রে তিনি ওই মামলার শুনানি করার অধিকার হারিয়েছেন। সেই ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে ওই মামলার শুনানির জন্য নতুন বিচারপতি নিয়োগ করতে হবে।"

শুক্রবার পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলায় স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে উঠেছে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। কিন্তু তাঁকে জেরা করার এক্তিয়ারের প্রশ্নটি শুক্রবার পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। এটি তাঁর এবংসামগ্রিকভাবে তৃণমূলের কাছে স্বস্তির খবর বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গত ১৩ এপ্রিল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুন্তল ঘোষকে খুব দ্রুত জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত সিবিআইয়ের।" সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার সেই মামলার শুনানি ছিল। সেই মামলায় স্থগিতাদেশের মেয়াদ শুক্রবার পর্যন্ত বৃদ্ধি করল সুপ্রিম কোর্ট।

উমাকান্ত একাডেমিতে শুরু এনএসএস শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। সোমবার থেকে উমাকান্ত একাডেমিতে শুরু হয়েছে এনএসএস -এর বিশেষ শিবির। এদিন শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। মেয়র দীপক মজুমদার শিবিরের উদ্বোধন করে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখে বলেন, এন এস এস শিবির করার মূল উদ্দেশ্য হলো ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যের জন্য তৈরি করা। মানুষ কোন একটু সমস্যা পরলে তাকে কিভাবে সেই সময় রক্ষা করা যায় তার জন্য এন এস এস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই শিবিরের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ করা হয়। যেমন বৃক্ষরোপণ, পরিবেশকে সুষ্ঠু এবং নির্মল রাখতে বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি যে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করা হয় এতে করে ছাত্রছাত্রীদের মানসিকতার বিকাশ হয়। এ ধরনের দায়বদ্ধতার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের নিযুক্ত করার মূল উদ্দেশ্য হলো তারাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারাই আগামী দিন সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করবে বলে জানান মেয়র দীপক মজুমদার। এই শিবির সাত দিনব্যাপী চলবে। আয়োজিত শিবিরে ছাত্রছাত্রীদেরও উপস্থিতি ছিল বেশ লক্ষণীয়।

শিল্পীর উপর আক্রমনের নিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ২৪ এপ্রিল।। রাজ্যের প্রতিভাবান শিল্পী ও সামাজিক মাধ্যমের জনপ্রিয় ব্লগার উদয়পুর খুপিলং-এর বাপন নন্দীর উপর শাসক দলীয় সমর্থক একজন উপপ্রধানের নেতৃত্বে দৈহিক আক্রমণের ঘটনাকে সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে হিন্দি বলয়ের ন্যায় ত্রিপুরা রাজেও বিজেপি দলের ছত্রছায়ায় আরএসএস এর শাখা সংগঠন সমূহ জাত পাত ধর্মকে ভিত্তি করে হিংসা ও বিভাজনের রাজনীতিতে সক্রিয় তারই প্রতিফলন ঘটেছে। এই ঘটনা শিল্পীদের স্বাধীন সত্তা এবং সৃজনশীলতার উপরও এটি একটি বড় আঘাত। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই ঘটনায় যুক্তদের বিরুদ্ধে এফ আই আর গ্রহণ করা উচিত। রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী আশাপ্রকাশ করছে রাজ্যের সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক এবং সুশীল সমাজ এই ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন। এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন রাখাল মজুমদার।

পাগলা কুকুরের আক্রমণে কল্যাণপুরে আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর ২৪ এপ্রিল।। পাগলা কুকুরের আক্রমণে কল্যাণপুরের গোপালনগর এলাকায় আহত হলেন তিন জন। এর মধ্যে একজন ৭০ বয়সী বৃদ্ধাও আছেন। সূত্র মারফত জানা যায় কল্যাণপুর ব্লক সংলগ্ন গোপালনগর এলাকার গৌতম সূত্রধরের ছেলে গোবিন্দ সূত্রধর (২৪)কে নিজ বাড়ির উঠোনেই পাগলা কুকুরটি আক্রমণ করে। এরপর তার সত্তর বয়সী ঠাকুরমা কমলা সূত্রধরের ঘাড়ে কামড় বসায়। এতেই শেষ নয় কুকুরটি এরপর প্রতিবন্ধী বোবা মহিলা পূর্ণিমা সূত্রধর (৪২)কে আক্রমণ করে। সাথে সাথে তাদের কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও গোবিন্দ সূত্রধরের আঘাত বেশী হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সংবাদ লেখা পর্যন্ত কুকুর টি কে বাগে আনা সম্ভব হয় নি বলে খবর।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।